CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 November, 2023 ■ আগরতলা ২৭ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১০৭ তম মন কি বাত অনুষ্ঠানে

লোকাল ফর ভোকালকে গ্রহণ করতে জনগণের কাছে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

মালিগাঁও, ২৬ নভেম্বর, ২০২৩: আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০৭ তম পর্বে বক্তৃতা রাখেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ০৮টি পৃথক স্টেশনে এই অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার করে। এই স্টেশনগুলি হলো আগরতলা, গুয়াহাটি, রঙিয়া, তিনসুকিয়া, নাহরলাগুন, নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার এবং কাটিহার। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কাটিহারে মাননীয় বিধায় তারকিশোর প্রসাদ ও মাননীয় এমএলসি শ্রী অশোক আগরওয়ালা এবং নিউ জলপাইগুড়িতে মাননীয় বিধায়ক ড় শংকর ঘোষ ও শ্রীমতি শিখা চ্যাটার্জি সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে উগ্রপন্থী আক্রমণে শহিদদের স্মরণ করে এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানটির ১০৭ তম পর্ব শুরু করেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি 'সংবিধান দিবস'-এর অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সংবিধানের যে সমস্ত সংশোধনের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা হয়েছে, সেগুলির উপর আলোকপাত করেন।

'স্বচ্ছ ভারত মিশন' সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করে এর বৃহৎ সাফল্যের জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান এবং একই ধরনের থিম 'লোকাল ফর ভোকাল'-কেও গ্রহণ করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। কারণ রাজস্ব উৎপাদনের জন্য শুধুমাত্র উৎসবের সময়েই নয় বরং তার পাশাপাশি আসন্ন বিয়ের সময়েও এই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। এর পাশাপাশি তিনি 'ডিজিটাল পেমেন্ট'-এর নতুন ধারার বিবর্তন সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং একে বিস্তৃত পরিসরে বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। এছাড়াও তিনি বুদ্ধিমত্তা, ধারণা ও উদ্ভাবনকে নিজেদের মূল পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যুব প্রজন্মকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন এটি দেশকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে এবং বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে দিক নির্দেশ করবে, যা দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং নতুন সুযোগের নতুন পথ খুলে দিবে।

'মন কি বাত' হলো সামাজিক যুদ্ধের ঘোষণা এবং দেশের আমজনতার সংগৃহীত প্রচেষ্টার একটি মঞ্চ। সমাজের কাজে নিজের কণ্ঠস্বর নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন এবং রেলওয়ে এই অনুষ্ঠান লাইভ সম্প্রচার করার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মহৎ এই প্রচেষ্টার অংশীদার হয়েছে।

প্রদেশ বিজেপি'র সাংগঠনিক বৈঠক

লোকসভা ভোটের রণকৌশল চূড়ান্ত নেতাকর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আজ আগরতলা কুঞ্জবনস্থিত অতিথিশালায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা মানিক সাহা, বিজেপি সর্বভারতীয় সম্পাদিকা পঙ্কজ গোপীনাথ মুণ্ডে এবং প্রদেশ সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজুর উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনা হয়। তার পরে শুরু হয় এদিনের মূল বৈঠক। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই বৈঠকের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিনের এই বৈঠক সম্পর্কে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেন লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল তৈরি করতে ই এদিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যের দুটি আসনই যেন বিজেপির দখলে যায় সেজন্য সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতা থাকলেও কোন ধরনের ঝুঁকি নিতে চাইছে না শাসক দল বিজেপি। সে কারণেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে রাজ্যের লোকসভার দুটি আসন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উপহার দেওয়ার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি। রবিবার রাজধানী আগরতলা শহরের গীতাঞ্জলি অতিথিশালায় বিজেপির রাজ্য কমিটির কর্মকর্তাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সভা থেকে বিজেপির সংগঠনকে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত আরো শক্তিশালী করার উপর প্রত্যেক নেতৃত্ব গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আর কয়েক মাস বাদেই ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসনে অনুষ্ঠিত হবে লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসকদল বিজেপি জোড় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। লক্ষ্য একটাই, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত করা।উল্লেখ্য, উক্ত বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, রাজ্যের সংগঠন মন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু সহ সমস্ত মন্ত্রী-বিধায়কগণ। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ থেকে শুরু করে রাজ্য ও জেলাস্তরের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ। এদিন বৈঠকের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর ১০৭ তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনেন সকলে। প্রধানমন্ত্রীর মার্গ দর্শনে ত্রিপুরার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে সকল স্তরের নেতা কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ব্রহ্মকুন্ডে ৩ দিনের মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন

ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে সরকার ঃ প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে বন্ধা কুণ্ডে তিনদিনব্যাপী আয়োজিত মেলা ও প্রদর্শনী আজ থেকে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এই মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন এবং বন্ধা কুণ্ড মেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে এই মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, বন্ধা কুণ্ড মেলা শতাব্দি প্রাচীন মেলা। কথিত আছে দেবাদিদেব মহাদেব এই স্থানে ধ্যানমগ হয়েছিলেন। সেইসূত্রে বন্ধা কুণ্ড আমাদের কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এই পবিত্র তীর্থস্থানে আমরা প্রতিবছর দু'বার জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মিলিত হই। এই মেলার মধ্য দিয়ে আমাদের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি বিকশিত হচ্ছে। জাতি, জনজাতির ঐতিহ্যময় সংস্ক'তিও বিকশিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশব্যাপী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেছেন। রাজ্যেও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শুরু হয়েছে। সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা। তিনি আশা প্রকাশ করেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মধ্য দিয়ে বন্ধা কুণ্ড এলাকার মানুষ উপক'ত হবেন।

অনুষ্ঠানে টিটিএএডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা শান্তি সম্পীতি বজায় রেখে তিন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগের দাবিতে বিক্ষোভ চাকুরী প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরা ফায়ার অ্যান্ড ইমারজেন্সি বিভাগে ড্রাইভার এবং অন্যান্য কর্মী নিয়োগের দাবিতে রবিবার সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটিত করেছেন চাকুরী প্রার্থীরা। তারা জানিয়েছেন ২০২২ সালের ১৪ মে ত্রিপুরা ফায়ার এন্ড এমার্জেন্সি বিভাগের তরফ থেকে ইন্টারভিউ আহবান করা হয়েছিল। সেই ইন্টারভিউতে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের ফলাফল এখনো ঘোষণা করা হয়নি। অবিলম্বে ফলাফল ঘোষণা করে উপযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগ করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন তারাএদিন।

চাকুরীপ্রত্যাশীরা আরো জানিয়েছেন, ড্রাইভার পদে ২৫ টি শূন্যপদ এবং ফায়ার ম্যান পদে ৩০৪ টি শূন্য পদ রয়েছে। প্রায় ১৮০০ চাকুরী প্রার্থী ইন্টারভিউ প্রদান করেছিলেন বলে তারা জানিয়েছেন। এদিন সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হয়ে তাদেরকে অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার গিতাঞ্জলি টেস্ট গেস্ট হাউসে মন কি বাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা , প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

কল্যাণপুরে আম্বেদকরের মূর্তির আবরণ উন্মোচন

রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানে পালিত সংবিধান দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / কল্যাণপুর / ধর্মনগর, ২৬ নভেম্বর।। আজ সকালে রাজভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবিধান দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। রাজভবনে সংবিধান দিবস পালন অনুষ্ঠানে রাজভবনের অন্যান্য কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজভবনে থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় কল্যাণপুর ব্লকের মিলনায়তনে রবিবার সংবিধান দিবস পালিত হয়েছে। একই সাথে সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের একটি পূর্ণাবয়ব মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে এদিন।

এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদ এর সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, কল্যাণপুর ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, জিলা পরিষদের সহ সভাধিপতি হরি শংকর পাল, সমাজ কর্মী জীবন দেবনাথ,পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, জলি বর্মন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপত্বিত করেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ।

বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, সব জাতির মানুষকে সম্মান জানিয়ে দেশের সংবিধান লেখা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গনপরিষদে সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে সেটি কার্যকর করা হয়। তাই ২৬ নভেম্বর দিনটি সংবিধান দিবস হিসাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কল্যাণপুরে আগের সরকার কোন ভারতীয় মনীষীর মূর্তি স্থাপন করেনি। তিনি বলেন কিছু দিন পূর্বে কল্যাণপুর স্কুলের সামনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি স্থাপন করা হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে শহরে র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। আজ রাজ্য সরকাব. কে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল সংগঠিত করল ত্রিপুরা সরকারি খাদ্য গুদাম শ্রমিক সংঘ। এ বছরের প্রথম খাদ্য গুদাম শ্রমিকদের জন্য ২ হাজার টাকা করে পূজা বোনাস প্রদান করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি খাদ্য গুদাম শ্রমিকরা। সে কারণেই রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে রাজপথে মিছিল সংগঠিত করলেন তারা। মিছিলে অংশগ্রহণ করে সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব বলেন ত্রিপুরা সরকারি খাদ্য গুদাম শ্রমিক সংঘের দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে এই মিছিল সংঘটিত করা হয়েছে। মিছিলটি রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিন খাদ্য গুদাম শ্রমিক সংঘের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ নভেম্বর।। পতিছড়ী মুড়াসিং পাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, তুলামুড়া এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সাহার ছেলে তুফাই সাহা শান্তির বাজার মহকুমার পতিছড়ী মুড়াসিং পাড়ায় নিজ অস্থায়ী মুদিদোকানে বিদ্যুৎতের সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছে। আর তাতেই প্রাণ হারিয়েছে সে।

জানা যায় তুফাই সাহা প্রত্যেক সাপ্তাহিক বাজারবারে মুড়াসিং পাড়ায় নিজ অস্থায়ী মুদি দোকানে বসে। এখন মুড়াসিং পাড়ায় ঐতিয্যবাহী রাস মেলাকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ব্যাবসা করার জন্য দোকান সাজিয়ে বসেছিল। এরইমধ্যে পাশ্ববর্তী একটি দোকান থেকে নিজ দোকানে বিদ্যুৎ এর সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয় সে। তুফাই সাহা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে অজ্ঞান হয়ে পরে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজনেরা তুফাই সাহাকে চিকিৎসার জন্য বীরচন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তুফাই সাহাকে মৃত বলে ঘোষনা করেছে। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকা জুড়ে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৫১ ▫ ২৭ নভেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ১০ অগ্রহায়ণ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বায়ু দূষণের ভয়াবহ চিত্র

দূষণের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। মারাত্মক ধর্ষণের ফলে মানব সভ্যতা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প কল কারখানা বাড়িতেছে। জনবিস্ফোরণ ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব বাড়িতেছে। ফলশ্রুতিতে দিল্লিতে দূষণের মাত্রা সীমা ছাড়াই ছাড়াইয়াছে গিয়াছে।সরকার-প্রশাসন-আদালতের ঘুম ওড়াতেছে দূষণের খবর। দিল্লিতে দূষণের মাত্রা ছুঁইয়েছে ৪৬৯। এবার দূষণ ''ধুইয়ে'' ফেলিতে কৃত্রিম বৃষ্টি''র পরিকল্পনা করিয়াছে দিল্লি প্রশাসন।দিন কয়েক ধরিয়াই খবরের শিরোনামে দূষণের খবর । ক্রমশ বাড়িতে থাকিতেছে রাজধানীর বায়ু দূষণের পরিমাণ। ইতিমধ্যেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে স্কুল। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে না বেরোনোরও পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কিছুতেই বাগে আনা যাইতেছে না দূষণের মাত্রা। এই পরিস্থিতিতে কৃত্রিম ভাবে বৃষ্টি নামানোর চিন্তাভাবনা শুরু করিয়াছে সরকার।দূষণের মাত্রা সবচাইয়ে বেশি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিল্লিতে। রাজধানী সংলগ্ন এলাকার মধ্যে অতিরিক্ত বিষাক্ত গ্রেটার নয়ডা।

বরাবরই ভারতের সবচাইতে দূষিত শহর হিসেবে পরিচিত দিল্লি দূষণের খবর শিরোনামে উঠিয়া আসে। প্রত্যেক বছরই দীপাবলির আবহে বায়ু দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে চলতি বছর দিল্লির দূষণ রীতিমতো ঘুম উড়াইয়াছে দেশের সকলের। স্পম্প্রতি এই দূষণ সম্পর্কেই বড় তথ্য প্রকাশ করিয়াছে নাসা। নাসার প্রকাশ করা উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়িয়াছে গোটা ভারতের ভয় ধরানো দূষণের ছবি। বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ধোঁয়াশার চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে। পরিস্থিতিতে ক্রমাগত চিন্তা বাড়ানো দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনতেই ইতিমধ্যে নভেম্বরেই অরবিন্দ কেজরীওয়াল সরকার দিল্লিতে কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর চিন্তাভাবনা শুরু করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে দিল্লির দূষণের মাত্রা কি প্রকৃতপক্ষে কমিবে?

দেশজুড়ে যায মর্যাদায় পালিত সংবিধান দিবস, শুভেচ্ছা বিনিময় অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিককে সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা। এই দিনটি আমাদের সংবিধানের মূল্যবোধ ও নীতি উদযাপন করে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও জানিয়েছে, 'আমাদের নাগরিকরা যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন, তা প্রদান করার জন্য সংবিধানের নির্মাতারা যে বেদনা নিয়েছিলেন তা স্মরণ করারও দিন। আসুন আমরা সবাই অক্ষরে অক্ষরে, চর্চা করে পবিত্র সংবিধানের চেতনাকে মজবুত করার অঙ্গীকার করি।'

যথাযথ মর্যাদায় দেশে রবিবার সংবিধান দিবস পালিত হচ্ছে। ভারতের সংবিধান গৃহীত হওয়ার স্মরণে প্রতি বছর ২৬ নভেম্বর দিনটি সংবিধান দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ পরিষদে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়, যা ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে কার্যকর হয়। ১৯ নভেম্বর ২০১৫-এ সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক নাগরিকদের মধ্যে সংবিধানের মূল্যবোধের প্রচারের জন্য প্রতি বছর নভেম্বরের ২৬-তম দিনটিকে ''সংবিধান দিবস'' হিসাবে পালন করার

কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা, ময়দান এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতায় আবারও ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! রবিবার সকালে ময়দান এলাকায় বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। সকাল ৬টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ গেটের সামনে দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে খবর, খিদিরপুরের দিক থেকে ময়দানের দিকে পাশাপাশি আসছিল গাড়ি এবং বাইক। বাইকে ছিলেন তিন তরুণ। গাড়ির ধাক্কায় তিনজনই আহত হন।

বছর ১৯-এর মহম্মদ শাহজাহান আনসারিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘাতক গাড়িটিকে ধরতে দ্রুত আশপাশের ট্রাফিক গার্ডদের সতর্ক করা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিড স্ট্রিটে গাড়িটির হদিশ মেলে। গাড়ি চালককে আটক করেছে ময়দান থানার পুলিশ। ডেকে পাঠানো হয়েছে গাড়ির মালিককে।

চিংড়িঘাটায় গান চালানো নিয়ে ঝামেলা! গলায় কাঁচি ঢুকিয়ে যুবককে খুন

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রতিমা বিসর্জনে গান চালানো নিয়ে দু'পক্ষের বচসা, মারধর করা হয় এক যুবককে। বাধা দেওয়ায় ২২ বছরের তরুণের গলায় কাঁচি ঢুকিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বন্ধুর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সাহেব আলি সর্দার। রবিবার ভোররাত ২টো নাগাদ চিংড়িঘাটার কাছে বাসন্তী দেবী কলোনিতে এই ঘটনা ঘটেছে। খুনের প্রতিবাদে বাইপাসের ওপর চিংড়িঘাটা মোড় অবরোধ করেন স্থানীয়রা।

পুলিশ সূত্রে খবর, জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রতিমা বির্সজনে কী গান চালানো হবে, তা নিয়ে বাসন্তী দেবী কলোনির কয়েকজন যুবকের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। অভিযোগ, মোক্তার আলি মোল্লা নামে এক যুবককে কাঁচি দিয়ে আঘাত করে বিট্টু সর্দার নামে আরেক যুবক। প্রতিবাদ করায়, সাহেব আলির ওপর চড়াও হয় বিট্টু। সাহেবের গলায় কাঁচি ঢুকিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তের সন্ধান চালাচ্ছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। বিট্টুকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক। তাঁকে নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ, এর আগেও একাধিক অপরাধমূলক ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। রবিবার সকাল থেকে তাকে গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। তারা অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

রাসযাত্রা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয় রাসযাত্রা। মহারাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কোন এককালে উড়িষ্যায় ডোল গোবিন্দ নামক একটি একক কষ্ঠিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম যশোরের মহাপরাক্রমশালী রাজা প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যা আক্রমন করলে মন্দিরের পুরোহিত ডোল গোবিন্দকে বিপদের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে বিগ্রহটি তাঁর গুরু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রথম পার্ষদ অদ্বৈতাচার্যের পৌত্র মথুরেশ গোস্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মথুরেশ গোস্বামী বিগ্রহটিকে অবিলম্বে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত তাঁর পিতৃপুরুষদের বাসভূমি নবগ্রামে নিয়ে আসেন। সেখানে নব নির্মিত একটি মন্দির তৈরী করে ডোল গোবিন্দকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অবশ্য ডোল গোবিন্দ একাকী নয় পাশে রাধারানীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই যুগল মূর্তির নতুন নামকরণ হয় 'রাধারমণ'

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মানসিংহ যশোর আক্রমন করলে মথুরেশ গোস্বামীর শিষ্য বসন্ত রায়ের বারম্বার অনুরোধে এবং মথুরেশ গোস্বামীর সম্মতিক্রমে তাঁর বাড়ি থেকে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্তি দুটো তিনি গোপনে লুকিয়ে নিজের বাসস্থান শান্তিপুরে বড় গোস্বামী (অদৈতাচার্য) বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং রাধারমণ —এর পুনঃ স্থাপন করেন।

এরপর শ্রীহট্ট বাসীদের অনেকেই শান্তিপুরে এসে বাসা বাঁধেন। অদ্বৈতাচার্যের পরবর্তী বংশধররাই শান্তিপুরে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রবর্তক। সেকালে জ্ঞান ও ভক্তির যুগল সম্মিলনে শান্তিপুরের খ্যাতি ছিল সুদূর প্রসারী। শান্তিপুর হয়ে উঠেছিল ভাতবর্ষের বৈষ্ণবীয় ভাবধারার অন্যতম পীঠস্থান। একদিকে অদ্বৈতাচার্যের বৈষ্ণবীয় প্রভাব অপর দিকে তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্র সাধনার খ্যাতি। এই দুই বিপরীত ধর্মী ভাবধারার মিশ্রণে গঠিত শান্তিপুরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যা আজও অক্ষুন্ন। পূর্বে একক কৃষ্ণ মূর্তিকেই তাঁরা পুজো করতেন। পরবর্তী কালে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ থেকেই বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় জাড়িত মানুষদের শ্রেষ্ঠ রাসোৎসব উৎসবটি ভুবন বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় — 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে ত্যাগ ও সংযমের দ্বারা এগিয়ে গেলে ঈশ্বরলাভ অবশ্যম্ভাবী। যেমন জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম জ্ঞানযোগ, ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম ভক্তিযোগ অথবা কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নাম কর্মযোগ। বলাবাহুল্য এই সব পথে সাধনা করে পৃথিবীর বহু মানুষ সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপিনীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রেম-ভালোবাসার পথে পরম চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটাই

ছিল গোপিনীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে সাধারণ পথের তুলনায় এই পথ ভিন্ন। কিন্তু বৃন্দাবনের গোপিনীগণ প্রেম-ভালোবাসা অর্থাৎ মধুর ভাবের দ্বারাই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরকে লাভ করাই যদি মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে যে পথেই সিদ্ধিলাভ হোক, সেই পথই উৎকৃষ্টতম ও পবিত্রতম বলে স্বীকার করে নিতে হবে। নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণপ্রেমে রাঙিয়ে তুলতে না পারলে রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত লীলামাধুর্য সাধারণ দৃষ্টিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তারজন্যে প্রয়োজন মনের আগাম প্রস্তুতি। প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করা যাক —'বারো বছর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন না করে, কায়-মন ও বাক্যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হয়ে রাসলীলা পাঠের যোগ্য হওয়া যায় না'।

ত্যাগ, সংযম, তিতিক্ষা এবং সকল সর্কমতার মাঝে গভীর ভাবে স্মরণ মনন দ্বারা মনকে কৃষ্ণনামে কেন্দ্রিভূত করতে না পারলে বৃন্দাবনের রাসলীলা সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক রসে মন আপ্লুত না হলে বিষয়াসক্ত এবং কামুক মন নিয়ে রাসলীলার গূঢ় তত্ত্ব অনুভবের বাইরেই থেকে যায়। আর কথায় আছে ---'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। নিকৃষ্টতম মন নিয়ে কখনো উৎকৃষ্টতম ভাবনার অধিকারী হওয়া যায় না। সে তখন পুঞ্জিভূত অসৎ ভাবনারাশির সাহায্যে নিজেকে কলুষিত করার সাথে সাথে অখন্ড চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকেও কলঙ্কিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। এক কণা পারদ যেমন মুহূর্তে খন্ডিত হয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণও একাধিক শরীরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন। একাধিক শরীরে আবির্ভূত হওয়া একপ্রকার যোগ শক্তি যা পতঞ্জলির যোগসূত্রে উল্লিখিত আছে। উভয়ত্র প্রকাশের ঘটনা যুগযুগান্তর ধরে বহু সাধুসন্তদের জীবনই প্রদর্শিত হয়েছে। গোপিনীরা সকলেই কৃষ্ণ সান্নিধ্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন। কৃষ্ণসুখে তাঁদের অন্তঃকরণ চিরকৃতার্থ হয়ে উঠতো। তাঁদের না ছিল পার্থিব বস্তুর প্রতি কোন লালসা, না ছিল কোন স্বার্থসিদ্ধির কৌশল। তাঁদের তনু-মন জুড়ে ছিল একটিমাত্র আকুতি 'তোমাতে আমি হব হারা'। কৃষ্ণের সুমিষ্ট বংশীর ধ্বনিতে তাঁদের কৃষ্ণ বিরহে নিমজ্জিত প্রাণ যখন উতলা হয়ে উঠতো তখন সংসারের দৈনন্দিন জীবনের গৃহকর্ম পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করে তাঁরা কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ করে ছুটে আসতেন গৃহকোন ছেড়ে। কারণ মহৎ বা বড় কিছু পাওয়ার আশায় ছোট অনিত্য বস্তু সমূহের প্রতি মনে জাগে ঘোর অনীহা। কৃষ্ণ ছিলেন সেই পরমব্রহ্ম যার সন্দর্শনে গোপিনীরা আত্মহারা হয়ে উঠতেন। সেই মুহূর্তে তাঁদের ভাবনায় সংসারের যাবতীয় সবকিছু তুচ্ছ এবং অসাড় মনে হতো। যেমন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন — মায়ের দেখা না পেলে আমি বাঁচবো কেমন করে ? মাতৃ দর্শনের পূর্বে ছিল দ্বৈত ভাব আর মাতৃ দর্শনের পরে অদ্বৈতের ঘরে উপনীত হয়েছিলেন। তখন দুইয়ে মিলে এক।'ঐহিকে সব ভিন্ন ভিন্ন অন্তিমে সব একাঙ্গী'। তখন মাকে খাওয়াতে গিয়ে নিজেই খেতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মাতৃভাবে বিভোর আর শ্রীরাধিকা বা গোপিনীরা ছিলেন মধুর ভাবে বিভোর। রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব সম্পর্কটি ছিল পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাখেলা।

(২)

সর্বজনস্বীকৃত কিংবদন্তির দেশ নদীয়া জেলার শান্তিপুর ভারতবর্ষে রাসলীলার জন্যই প্রসিদ্ধ। সেকালের দিনে শান্তিপুর ছিল বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের পীঠস্থান। একদা নবদ্বীপ অঞ্চলকে ইংরেজরা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে অবিহিত করেছিল। রাসযাত্রার উৎসবকে কেন্দ্র করে সেখানকার সকল মানুষ রাধা-কৃষ্ণের অনন্তলীলা মাধুর্যে মেতে ওঠেন। কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ গোপীগণ আত্ম সমপর্ণের দ্বারাই পরমব্রহ্মকে লাভ করতে পেরেছিলেন। সেই অপার্থিব প্রেমলীলাকে স্মরণ করেই প্রতি বছর কার্তকি পূর্ণিমা তিথিতে মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত উদযাপিত হয় রাস উৎসব। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে — কেন কার্তকি পূর্ণিমা তিথিতেই রাসোৎসব পালন করা হয় ?

বড় গোস্বামীর বাড়িতে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি (রাধারমণ) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কাতকি পূর্ণিমা তিথিতেই শ্রীরাধার অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল (শ্রীকৃষ্ণেরঅষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি আগেই ছিল)। সেই ঘটনা আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে শান্তিপুরের বাকি সকল গোস্বামীদের পূজিত বিগ্রহ সহ সাদর নিমন্ত্রন করা হয়েছিল। সেদিন বিকেল বেলায় সম্মিলিত বিগ্রহ সহ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই শোভাযাত্রাকে বলা হয় 'ভাঙ্গারাস'।

কিন্তু এরপর বিভিন্ন সময়ে শান্তিপুরবাসী বহু বৈষ্ণব বাড়ির মন্দির থেকে অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি চুরি হতে থাকে। চুরি হয়েছিল বড় গোস্বামী বাড়ির অষ্টধাতু নির্মিত রাধা মূর্তিটিও। যদিও তা ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল দৈবাদেশে। ফিরে পাওয়া রাধারানীকে বিবাহের তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত বৌভাতের বঁধূ রূপে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যেই কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শোভাযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। শান্তিপুরের রাসোৎসব, চন্দন নগরের জগদ্ধাত্রী পূজো আর মাহেশের রথযাত্রার আকর্ষণ ও সুনাম শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সমুদ্র পাড়েও এই উৎসবগুলির অসীম সুখ্যাতি।

পরবর্তী কালে শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই রাসলীলা উৎসবে মেতে ওঠেন। রাসোৎসবের সময় সীমা মাত্র চারদিন। প্রথম দু'দিনের অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হয় রাস বাড়িতে, তৃতীয় দিনে শোভাযাত্রা পালন। চতুর্থ দিনে নিজ নিজ গৃহে বিগ্রহ অধিষ্ঠান পর্ব।

বারোয়ারি রাসোৎসব, বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ি, দে বাড়ি, সাহা বাড়ি, কর্মকার বাড়ি, প্রামানিক বাড়ি, খাঁ বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, প্রভৃতি বিখ্যাত বনেদী বাড়ি রাসোৎসব শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। শোভাযাত্রা শুরু হয় বড় গোস্বামী বাড়ি থেকে শোভাযাত্রার মূল আকর্ষণ তাঁদের গৃহদেবতা রাইরাজা ও সুসজ্জিত হাওদায় বসানো রাইবেশে নব বঁধূর সাজে সুন্দরী বালিকারা। তাঁরা স্বর্ণালঙ্কার ও আজানুলম্বিত কণ্ঠহারে ভূষিতা। সঙ্গে থাকে পরিবারের সদস্যরা, সশস্ত্র পুলিশ পাহারা, ব্যান্ডপার্টির দল, ১০৮টি ঢাক, সানাই, আলোর রোশনাই, রণপা ও সঙের দল ইত্যাদি। এক কথায় নির্ভেজাল একটি আনন্দ উৎসব পালিত হয় সমস্ত শহর জুড়ে।

এইভাবেই সারারাত ধরে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে শান্তিপুরের ঐতহ্যবাহী বনেদী বাড়ির শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা যে কতটা আকর্ষনীয় তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শোভাযাত্রার মূল উদ্দেশ্য রাসলীলা হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অতীত ও বর্তমান সমাজের পটভূমিকায় উপস্থাপিত বহু ঘটনা। যেমন বুদ্ধের ধর্ম প্রচার, নিরীহ পরাধীন ভারতবাসীদের উপর ব্রিটিশ দস্যুদের অত্যাচার, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, যিশু খ্রিষ্টের বাণী, রামায়ণ ও মহাভারতের ছোট ছোট কাহিনী এই ধরণের উপকরণের সাহায্যে চলমান বিভিন্ন দৃশ্যপট চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ধীর মন্থর গতিতে চলমান গাড়ির উপর উপস্থাপিত হতে থাকে নাটকের দৃশ্যাবলী। সহজেই মনটা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। একদা বইয়ে পড়া ও ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলো নিজের অজান্তে আবার অতর্কিতে মনে পড়ে যায়। খোল-করতাল সহযোগে কীর্তনীয়ার দল। থাকে নিখুঁত শিল্পীর হাতে গড়া নয়নাভিরাম বিভিন্ন মাটির মূর্তি। সব যেন ছবি। শহর পরিক্রমার পরে কাশ্যপ পাড়া হয়ে শোভাযাত্রার দল এগিয়ে যায় মোতিগঞ্জ খালের পানে। হৃদয় সংযোগে গড়ে তোলা স্বহস্তে নির্মিত মাটি দিয়ে তৈরি জীবন্ত প্রতিমাগুলি বিসর্জন দিতে।

'কথামৃত' লিখে জুটেছিল খুনের হুমকি আজও কেন অতুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সৃষ্টি

বিশ্বদীপ দে

"যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না।" ১৮৮২ সালের এক রবিবার ভাগ্নের সঙ্গে গঙ্গার ধারের এক বাগানে বেড়াতে এসেছেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অর্থাৎ শ্রীম। ভাগ্নেই তাঁকে বলেন, গঙ্গার ধারের বাগানে এক পরমহংসের কথা। সেই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। আর শুরুতেই এমন কথা শুনে সেই যে বিভোর হলেন, আজীবন রয়ে গেল সেই মগ্নতা। যা তাঁকে লিখিয়ে নিয়েছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। যে মহাগ্রন্থ কালকে অগ্রাহ্য করে চিরকালীন হয়ে গিয়েছে। অথচ এমন গ্রন্থের জন্য রীতিমতো খুনের হুমকি পেয়েছেন তিনি! আদৌ বইটিতে বর্ণিত রামকৃষ্ণের বলা কথাগুলি তাঁরই বলা কিনা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়েও। মাস্টারমশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। পড়াতেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্কুলে। ডায়রি লিখতেন খুব অল্প বয়স থেকেই। আর সেই দিনলিপি লেখার অভ্যাসই তাঁর দারুণ কাজে এসেছিল কথামৃত লেখার সময়। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' ছাত্রজীবনে তাঁর দারুণ প্রিয় ছিল। কে জানত সেই মানুষটিই এযুগের এক মহাগ্রন্থ লিখবেন সমসময়ের এক মহাপুরুষকে নিয়ে। অথচ খুব কম বয়সে মাকে হারানো শ্রীম সাংসারিক সমস্যায় এমন জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন, আত্মহত্যার চিন্তাও উঁকি দিয়ে যেত মনে।

কিন্তু সব বদলে যায় রবিবাসরীয় সেই সন্ধ্যায়। রামকৃষ্ণকে প্রথমবার দেখার পরই তিনি বুঝতে পারেন, এই বার তাঁর জীবন এক দিশা খুঁজে পেয়েছে। যদিও 'শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে'র প্রথম খণ্ডে রয়েছে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথনের এক বর্ণনা। আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উঠেছিল সেখানেও। অর্থাৎ অস্থিরতা তখনও রয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। যা শুনে রামকৃষ্ণ বলেন, "ওকথা কেন? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। তোমার আবার ভাবনা কী? গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। ভাবনা কী, গুরু সব কিছুর মোড় ফিরিয়ে দিবেন।" এভাবেই ধীরে ধীরে তাঁকে আলোর দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুর। আর শ্রীম পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, "হিউম্যান লাইফ ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট অ্যাপলজি ফর সুইসাইড এক্সেপ্ট গুরু।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের বছর দুয়েক পরে শুরু হয় কথামৃত লেখার কাজ। যদিও তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের ৭১টি সাক্ষাতের সবটাই ডায়রিতে লেখা ছিল। কিন্তু বই লেখা শুরু সেই সময়ই। বেশ কিছুটা লেখা হওয়ার

পর নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে সেই পাণ্ডুলিপি শুনিয়েছিলেন শ্রীমা সারদাকে। দিনটা ছিল রথযাত্রা। সারদা মুগ্ধ হয়েছিলেন শুনে। পরে ১৮৯০ সালেও আরও কিছু অংশ শ্রীমা সারদার সামনে পড়ে শোনান। এর পর প্রকাশিত হয় 'পরমহংসদেবের উক্তি'। এসবই কথামৃত প্রকাশিত হওয়ার আগের পর্ব। বইয়ের নাম প্রথমে ছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃতম'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাম রাখা হয় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে। এর পর ১৯০৪, ১৯০৮ ও ১৯১০ সালে পরবর্তী তিনটি খণ্ডও প্রকাশ পায়। পঞ্চম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল অবশ্য অনেক পরে ১৯৩২ সালে। সেই বছরই তাঁর প্রয়াণের বছর।

অথচ যখন রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ তিনি লিখে রাখছিলেন ডায়রিতে, ভাবেনওনি এই নিয়ে একদিন বই লিখবেন। কেবলই তিথি-নক্ষত্র-তারিখ সহযোগে নিত্য অভ্যাসে রোজকার অভিজ্ঞতা লিখে রাখতেন। তবে এই লেখাটি অত্যন্ত গভীর মনোযোগ সহকারে লিখেছিলেন তিনি। প্রয়োজনে রাত জেগেও। লেখার আগে ধ্যান করতেন। তার পর সমস্ত কথা খুঁটিনাটি স্মৃতি থেকে সংগ্রহ করে সাদা পাতায় ফুটিয়ে তুলতেন। এমন নিখুঁত লিখিত বিবরণ ছিল বলেই পরবর্তী সময়ে এমন মহাগ্রন্থের পরিকল্পনা ও স্বার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। বই ছাপতে গিয়ে কিন্তু বেগ পেতে হয়েছিল। বসুমতীর উপেন চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বইটি ছাপতে রাজি ছিলেন না। অগত্যা প্রকাশক হতে রাজি হন তাঁরই ছাত্র স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। বইটি লেখার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ছিল ঠাকুরের বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আদপে সংসারী মানুষটি ছিলেন ঘোরতর সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। এই পুরো সময়টাই আধ্যাত্মিকতার ভিতরই ছিলেন তিনি। তাঁরই কথায়, "এ কি আর আমি করেছি, ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করেছেন। তিনি মেধারূপে, ইচ্ছাশক্তিরূপে আমার ভিতরে আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন।" সব সময়ই চেয়েছেন বইয়ের দাম যতটা সম্ভব কম রাখা। যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ পড়তে পারে। পরিকল্পনা ছিল আরও দুটি খণ্ড লেখার। তাঁর লেখাতেই রয়েছে, 'শ্রীশ্রীকথামৃত-র ছয়-সাত খণ্ডে সমাপ্ত হইলে শ্রীমুখ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া একটি জীবনী লিখিবার একটি জীবনী লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে।' দুর্ভাগ্যের, তা হয়ে ওঠেনি। পঞ্চম খণ্ড প্রকাশে বিলম্বের পিছনে ছিল তাঁর শারীরিক অসুস্থতা। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের কাজ করে গিয়েছেন শ্রীম। ১৯৩২ সালের ৩ জুন রাত ৯টা পর্যন্ত প্রুফ দেখেছিলেন। পরদিনই প্রয়াত হন। অর্থাৎ একেবারে শেষদিন পর্যন্ত নিজের লেখায় মগ্ন থেকেছেন শ্রীম। অথচ এমন নিমগ্নতা সত্ত্বেও সমালোচনা পিছু ছাড়েনি। এমনও সংশয় ছিল অনেকের, তিনি যা লিখেছেন সবই বানানো। এমনকী, রীতিমতো খুনের হুমকি দেওয়া চিঠিও পেয়েছেন। তবে সেসব পিছনে রয়ে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে তাঁর কাজ। যা চিরকালীন। যা অক্ষয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে যে গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। নশ্বর জীবনে পাওয়া প্রাণ খোওয়ানোর হুমকি মিলিয়ে গিয়েছে অন্তরীক্ষে। গ্রন্থটির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমও পেয়ে গিয়েছেন অমরত্ব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ডাইভার পদে শূণ্যপদ পূরণের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

আ. লীগ ক্ষমতায় থাকতে বাইরের কারো চোখ রাঙানি সহ্য করবে না: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,নভেম্বর ২৬।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার (২৬ নভেম্বর) বলেছেন, আওয়ামী লীগ দেশের বাইরের কাউকে তোষামোদ করে ক্ষমতায় থাকতে চায় না, কারণ জনগণই তার শক্তি। তিনি বলেন, দেশের মানুষ ছাড়া আমাদের আর কোনো অভিভাবক নেই। আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে। আমি ক্ষমতায় থাকার জন্য তোষামোদের রাজনীতি করি না।

রবিবার (২৬ নভেম্বর) ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে তার দলের মনোনয়ন চাওয়া ৩ হাজার ৩৬৯ জনের সঙ্গে মত বিনিময়কালে এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশবাসী বিপুল ত্যাগ ও রক্তপাতের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, এই মাটি আমাদের। বাইরের কোনো চোখ রাঙানি সহ্য করা হবে না। জনগণই আমাদের শক্তি, তাই আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল নই। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গত ১৫ বছরে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় জনগণ শান্তি পেয়েছে। তিনি বলেন, দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে আবারও ক্ষমতায় আনলে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

শেখ হাসিনা জানান, প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, তার দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থাকায় দেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। ২৩ থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত তিনটি বৈঠকে ৩০০ আসনে দলের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে মনোনয়ন বোর্ড।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শোরগোল বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রেমিক যুগলের ঝুলন্ত দেহ। রবিবার এই ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর এলাকায়। মৃতদের নাম তরুণ বর্মন (২৯) ও সবিতা হেমব্রম (২৬)। দু'জনই কৃষ্ণনগর এলাকার বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, সবিতা হেমব্রম বিবাহিত। তাঁর দুই সন্তান ও স্বামী আছেন। পরিবারের কথায়, বছর তিনেক ধরে সবিতার সঙ্গে তরুণের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সেই সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই স্বামীর সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। এর জেরেই সবিতা ও তরুণ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। দেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

তেলেঙ্গানার সমস্ত দুর্নীতি কেসিআর ও তাঁর মন্ত্রীদের কৃতিত্ব : অমিত শাহ

নারায়ণপেট, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার সমস্ত দুর্নীতি কেসিআর ও তাঁর মন্ত্রীদেরই কৃতিত্ব। কে চন্দ্রশেখর রাও-এর সরকারকে আক্রমণ করে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। রবিবার তেলেঙ্গানার নারায়ণপেট-এ এক জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, 'আসন্ন নির্বাচন শুধুমাত্র বিধায়ক তৈরির জন্য নয়, তেলেঙ্গানার ভবিষ্যত তৈরির বিষয়েও। কেসিআর এবং তার মন্ত্রীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িত। তেলেঙ্গানার সব কেলেঙ্কারি তাদের কৃতিত্ব!'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কেসিআর জনগণকে লুট করতেই ব্যস্ত, তাঁতিদের জন্যও কিছুই করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি তাঁতিদের ক্ষমতায়নের জন্য নারায়ণপেটে একটি টেক্সটাইল পার্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেসের বিধায়কদের চিনা পণ্যের মতো কোনও নেই। তারা যে কোনও সময় বিআরএসে যেতে পারে। শুধুমাত্র বিজেপিই তেলেঙ্গানায় সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। আমরা ক্ষমতায় এলে অনগ্রসর শ্রেণী থেকে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী করব।'

জনগণ যখন দেশ গঠনে অংশ নেন তখন কোনও কিছুই এগিয়ে যাওয়া রুখতে পারে না : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): জনগণ যখন দেশ গঠনে অংশ নেন তখন কোনও কিছুই এগিয়ে যাওয়া রুখতে পারে না। রবিবার ১০৭-তম মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বর্তমানে ভারতে, দেশের জনগণ দেশের অনেক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।'

২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলার কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী এদিনববলেছেন, 'আমরা ২৬ নভেম্বর দিনটি কখনই ভুলতে পারি না...এই দিনেই আমাদের দেশে একটি জঘন্য হামলা হয়েছিল... মুম্বই হামলায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা এই দিনটি কখনই ভুলতে পারি না, এই দিনে ভারত সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার মুখোমুখি হয়েছিল।'

হার্দিকের পর গুজরাটের অধিনায়ক নিয়ে জল্পনা, দেখা যেতে পারে এই তরুণ প্রতিভাবানকে

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): গুজরাটের সফল অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাট ছাড়া প্রায় নিশ্চিত। তাহলে গুজরাটের অধিনায়কত্ব কে করবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হার্দিকের পর গুজরাট টাইটানসের অধিনায়ক হিসেবে শুভমান গিলকেই দেখছেন। তাছাড়া গুজরাট টাইটানসে এখন শুভমান গিল ছাড়া অধিনায়কত্বের জন্য অন্য তেমন কেউ নেই। গিলের অধিনায়কত্বের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা আছে এটা বিশেষজ্ঞ বলছেন। ফলে মনে করা হচ্ছে হার্দিকের পরে গিলই পেতে পারেন অধিনায়কের দায়িত্ব।

গুজরাট চাইছে দলে এমন একজন ক্রিকেটারকে অধিনায়ক করতে যিনি খেলোয়াড় হিসেবে তরুণ এবং ব্যাট হাতে তার প্রতিভা দেখাচ্ছেন। আর সেই খেলোয়াড়টির নামই শুভমান গিল। কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে গিল গুজরাটে এসে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাকে অধিনায়কত্ব করা হতে পারে এমনটাই মনে করছে গুজরাট টাইটানসের কর্মকর্তারা। তবে অধিনায়কত্বের চাপে যাতে তার ফর্ম না হারায় সেটাও দেখছেন দলের কোচ আশিস নেহরা। এই বিষয়টি তিনি ভালো করেই জানেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত শুভমন অধিনায়কত্ব পায় কিনা সেটাই দেখার।

তেলেঙ্গানায় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নিন, আহ্বান নাড্ডার

হায়দরাবাদ, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিকেই বেছে নিন। ভোটমুখী রাজ্যের জনগণের কাছে আহ্বান জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের বালানগর মন্ডলের বুথ নং- ২৬৪-র কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন নাড্ডা।

তিনি বলেছেন, 'নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রী করুন এবং আমরা ভারতকে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাব...আমরা শীঘ্রই ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত করব!' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'কালেশ্বরম প্রজেক্ট হল কেসিআর-এর এটিএম।

তেলেঙ্গানার মানুষকে লুট করাই কেসিআর এবং তার বিধায়কদের একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ও বিআরএস একই মুদ্রার দুই পিঠ!' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'তেলেঙ্গানায় নির্বাচনে লড়ছে বিজেপি, কংগ্রেস ও বিআরএস। তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস এবং বিআরএস কী করেছে তা সকলেই জানেন। উভয়ই পরিবারতান্ত্রিক দল।

কেসিআর তেলেঙ্গানার মানুষের নয়, তার পরিবারের স্বার্থে কাজ করছেন। বিআরএসের মতো কংগ্রেসও বিপুল দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত।'

পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় অবহেলার দায়ে দুই ডিএসপিসহ ছয়জনকে বরখাস্ত

চন্ডিগড়, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তায় অবহেলার দায়ে রবিবার দুই ডিএসপিসহ ছয়জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এরআগে পঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরাপত্তার ত্রুটির জন্য একজন এসপিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এবার দুজন ডিএসপিসহ ছয়জনকে বরখাস্ত করা হল রবিবার। গত বছরের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় শিথিলতার বিষয়টি উঠে আসে।

পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ২০২২ সালের ৫ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী মোদী বাটিন্ডায় যান। সেখান থেকে সড়কপথে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজপুর যাচ্ছিলেন। সেসময় পথ অবরোধ করে কৃষকরা। এরপর ফিরোজপুরের পেয়ারেলা ফ্লাইওভারে প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি কুড়ি মিনিট থেমে থাকে। এই ফ্লাইওভারটি ভারত-পাকিস্তান হুসাইনিওয়ালা সীমান্ত থেকে কিছুটা দূরে।

কুড়ি মিনিট পর প্রধানমন্ত্রীকে ফিরতে হয়। এই পুরো ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট আসার পর পাঞ্জাব সরকার এসপি গুরবিন্দর সিংকে বরখাস্ত করে।

তারপর এদিন ডিএসপি প্রসন সিং, ডিএসপি জগদীশ কুমার, ইন্সপেক্টর বলবিন্দর সিং, যতিন্দর সিং, এসআই যশবন্ত সিং এবং এএসআই রমেশ কুমারকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

এএপি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কর্মীদের শুভেচ্ছা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : এএপি দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এএপি জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল রবিবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ১১ বছরের মধ্যে একটি জাতীয় দল হয়ে ওঠার যাত্রা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিন্দিতে এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, "২০১২ সালের এই দিনে দেশের একজন সাধারণ মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং তার নিজস্ব দল "আম আদমি পার্টি" প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারপর থেকে আজ অবধি, এই এগারো বছরে অনেক উত্থান-পতন এবং অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে দল, কিন্তু আমাদের সকলের চেতনা এবং আবেগের কোনও কমতি ঘটেনি"। এএপি বর্তমানে দিল্লি এবং পাঞ্জাবে ক্ষমতায় রয়েছে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে তাদের ভিত্তি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

উপেন্দ্র কুশওয়াহর সঙ্গে বৈঠক নিত্যানন্দ রাইয়ের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন একত্রে আমরা ৪০টি আসনে জিতব

পাটনা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): রাষ্ট্রীয় লোক জনতা দল-এর সভাপতি উপেন্দ্র কুশওয়াহর সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নিত্যানন্দ রাই। রবিবার সকালে পাটনায় বৈঠকে মিলিত হন কুশওয়াহ ও নিত্যানন্দ রাই। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, 'তাঁর দল এনডিএ-র একটি শক্তিশালী সঙ্গী, আমরা ৪০টি আসনের সবকটি জিতব, উপেন্দ্র কুশওয়াহা বিহারের একজন অভিজ্ঞ নেতা। বিহারে এনডিএ ইতিবাচক উপায়ে তাঁর অভিজ্ঞতার সুবিধা পাচ্ছে, আমরা সবাই একসঙ্গে ৪০টি আসন জিতেছি।'

নিত্যানন্দ রাইয়ের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় লোক জনতা দল-এর সভাপতি উপেন্দ্র কুশওয়াহ এদিন বলেছেন, 'আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও আছে। আমাদের দল এনডিএ-র অংশ, নির্বাচন এগিয়ে আসছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে... এনডিএ-কে কীভাবে শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে... আমরা জিতব সমস্ত ৪০ টি আসন... জেডিইউ শেষ হওয়ার পথে... আমরা আরজেডি-র মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।'

সংবিধান দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রবিবার সকালে সমস্ত দেশবাসীকে সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সংবিধান দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য ও মতামত তার অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "আমাদের অধিকার, আমাদের কর্তব্য আমরা সত্যিকারের সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি। আজ অমৃতকলে, যখন আমরা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করছি এবং আগামী ২৫ বছরের যাত্রা শুরু করছি, তখন সংবিধানের এই মন্ত্রটি দেশের জন্য একটি সংকল্প হয়ে উঠছে।"

সংবিধান দিবসে সুপ্রিম কোর্টে আম্বেদকরের মূর্তি উন্মোচন মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ডঃ বি আর আম্বেদকরের একটি মূর্তি উন্মোচন করেছেন। আম্বেদকরের এই মূর্তিটি ৭ ফুটের বেশি লম্বা।

রবিবার ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল হাত জোড় করে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। উপস্থিত সকলে রবিবার সকালে ৭ ফুটের বেশি লম্বা ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে ভারতীয় সংবিধান শ্রষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে ভারতীয় সংবিধান শ্রষ্ঠার মূর্তি উন্মোচনের পর ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং সিজেআই চন্দ্রচূড় গাছের চারা রোপণ করেন।

বিগত ১০ বছর ধরে সংবিধানকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সংবিধান দিবসের দিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। রবিবার সঞ্জয় রাউত দাবি করেছেন, বিগত ১০ বছর ধরে সংবিধানকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সংবিধান রক্ষা করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।'

রবিবার সকালে এক সংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আজ সংবিধান দিবস। ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রচেষ্টায় দেশ সংবিধান পেয়েছে। সংবিধানের জন্যই আমাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা শক্তিশালী ছিল। কিন্তু গত ১০ বছর ধরে সংবিধানকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। এই সংবিধান রক্ষা করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক লড়াই সংবিধান বাঁচাতে হবে।'

একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ জল সুরক্ষা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ""জল সুরক্ষা""। রবিবার মাসিক মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে এই উদ্বেগের কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল ""জল সুরক্ষা""।

জল সংরক্ষণ জীবন বাঁচানোর চেয়ে কম নয়।'

মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে ভোকাল ফর লোকাল প্রসঙ্গেও বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, 'ভোকাল ফর লোকাল অভিযানের সাফল্য উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারতের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে। এটি দেশের অর্থনীতিকে শক্তি যোগায়... এটি দেশের সুষম উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করে। বিশ্ব অর্থনীতিতে উত্থান-পতন থাকলেও ভোকাল ফর লোকাল মন্ত্র আমাদের অর্থনীতিকেও বাঁচায়।'

নগদহীন লেনদেনের উত্থান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর, যখন দীপাবলি উপলক্ষে নগদ অর্থ প্রদানের প্রচলন ধীরে ধীরে কমেছে...জনসাধারণ আরও বেশি করে ডিজিটাল পেমেন্ট করছেন, ডিজিটাল বিপ্লবের সাফল্য এটিকে সম্ভব করেছে।'

সন্ত্রাস দমনে ভারত বদ্ধপরিকর, মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে ২৬/১১ হামলার শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাস দমনে ভারত বদ্ধপরিকর। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে ২৬/১১ মুম্বইয়ে সন্ত্রাসী হামলায় শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেছেন, 'আমরা ২৬ নভেম্বর দিনটি কখনই ভুলতে পারি না...এই দিনেই আমাদের দেশে একটি জঘন্য হামলা হয়েছিল... মুম্বই হামলায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা এই দিনটি কখনই ভুলতে পারি না, এই দিনে ভারত সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাসী হামলার মুখোমুখি হয়েছিল।'

২৬/১১ হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজনাথের, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানালেন দেশ কখনও তাঁদের ভুলবে না

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): মুম্বইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

রবিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, '২৬/১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

দেশ চিরকাল মনে রাখবে সেই সমস্ত নিরাপত্তা কর্মীদের আত্মত্যাগের কথা, যারা নিজেদের জীবন দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।'

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা-র ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গিও বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারাও এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে ২২ জন নিরাপত্তাকর্মী সহ মৃত্যু হয় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষেরও ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গির। একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বরও

ভারতের গণতান্ত্রিক নীতিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে সংবিধান : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'ভারতের রাজনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আমাদের সংবিধান, পাশাপাশি গণতান্ত্রিক নীতিকে শক্তিশালী করতেও সাহায্য করেছে সংবিধান।'

রবিবার সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা বার্তায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'সংবিধান দিবসে আমরা ভারতের সাংবিধানিক মূল্যবোধের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করি এবং আমরা যে স্বাধীনতা উপভোগ করছি, তা প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধানের নির্মাতাদের প্রচেষ্টাকে সম্মান করছি।'

অতিক্রান্ত ১৫ বছর; ২৬/১১ হামলায় শহিদদের ভোলেনি দেশ, স্মৃতি এখনও তরতাজা

মুম্বই, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): দেখতে দেখতে ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলও কিন্তু, ক্ষত এখনও শুকোয়নিও ২৬/১১-র সেই স্মৃতি এখনও তাজা সমস্ত দেশবাসীর মনেও ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বরের সেই রাত কেড়ে নিয়েছিল ১৬৬ জনের প্রাণও পাকিস্তানি জঙ্গিদের এলোপাথাড়ি গুলিতে রক্তাক্ত হয়েছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ২৬/১১-র সেই শহিদদের উদ্দেশ্যে রবিবার শ্রদ্ধা জানাল মহারাষ্ট্র সরকার ও মুম্বই পুলিশ।

মুম্বই হামলায় শহিদ হয়েছিলেন মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস দমন শাখার (এটিএস) প্রধান হেমন্ত কারকারে, মেজর সন্দীপ উন্নিকৃষ্ণন, মুম্বইয়ের অ্যাডিশনাল পুলিশ কমিশনার অশোক কামতে এবং সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয় সালাসকর। রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। দক্ষিণ মুম্বইয়ের মেরিন লাইন্স এলাকায় পুলিশ মেমোরিয়ালে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করা হয় হয়। পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে মুম্বইয়ে সন্ত্রাসী হামলার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।

২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর আরব সাগর দিয়ে মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছিল লস্কর-ই-তৈবা-র ১০ জন সশস্ত্র জঙ্গিও বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায় তারাও এলোপাথাড়ি গুলি আর বিস্ফোরণে ২২ জন নিরাপত্তাকর্মী সহ মৃত্যু হয় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষেরও ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার সম্পত্তিও নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মৃত্যু হয় ৯ জঙ্গির। একমাত্র জীবিত জঙ্গি আজমল কাসভের ফাঁসি হয়েছে ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পাঁচ খাবার: জ্বর সেরে ওঠার পর মুখের অরুচি দূর করতে পারে

মরসুম বদল মানেই ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, জ্বরের সমস্যা। এই সময়ে ভাইরাল জ্বর, ফ্লু-তে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। আর জ্বর, সর্দি মানেই খাবারের প্রতি অনীহা। মুখে তিতকুটে ভাব। চিকিৎসকেরা বলেন, এই ধরনের জ্বর হলে শরীর দুর্বলও হয়ে পড়ে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই চটপট সেরে উঠতে গেলে ভাল-মন্দ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু মুখে যদি স্বাদ না-ই থাকে, তা হলে খাবেনই বা কী? দুর্বলতা কাটিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে গেলে এই সময়ে প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া জরুরি। পাশপাশি শরীরে জলের জোগান যেন থাকে, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। এমন পাঁচ খাবারের সন্ধান দেওয়া রইল এখানে।

১) খিচুড়ি

চাল, ডালের মিশ্রণে তৈরি সহজপাচ্য এই খাবার শিশু থেকে বয়স্ক সকলের জন্যই উপযোগী। কার্বোবাইড্রেট, প্রোটিনের উত হিসেবে খিচুড়ি বেশ ভালই। শরীরে শক্তির জোগান দেওয়ার পাশপাশি মুখের অরুচিও দূর করতে সাহায্য করে এই খাবার।

২) দই

অন্ত্র ভাল রাখতে সাহায্য করে দই। জ্বরের সময়ে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাই তা আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

৩) ডালিয়া গমের কণা দিয়ে তৈরি এই খাবার অত্যন্ত সহজপাচ্য। গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন এবং খনিজে ভরপুর এই খাবার স্বাদ এবং স্বাস্থ্য দুইয়েরই খেয়াল রাখে।

৪) ডাল

জ্বরের সময়ে ভাত, রুটি বা পাউরুটি খেতে ইচ্ছে না করলে শুধু ডাল সেদ্ধ করেও খাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উত হল ডাল। এই খাবারটি শরীরে শক্তির জোগান দিতে সাহায্য করে।

৫) স্যুপ

শরীরে পর্যাপ্ত জলের জোগান দিতে জ্বরের সময় তরল খাবার বেশি করে খেতে বলেন চিকিতক থেকে পুষ্টিবিদেরা। বিভিন্ন সব্জি, মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি স্যুপ মুখের স্বাদ এবং স্বাস্থ্য দুইয়ের জন্যেই সমান উপকারী।

পরিপূরক খাদ্যপণ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

তাহলে নিউট্রাসিউটিক্যালের ব্যবহারের প্রয়োজন কী? আসলে এটার পরিমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি কাঁচা টম্যাটো খেলে কিছু পরিমাণে লাইকোপিন পাওয়া যায়। এটি একটি ক্যানসার প্রতিরোধী যৌগ কিন্তু এই পরিমাণ লাইকোপিন যথেষ্ট নয়। গাজরের লাল স্ট্রেনে প্রোভিটামিন-এ, ক্যারোটিনয়েড, আলফা এবং বিটা-ক্যারোটিন ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে লাইকোপিন থাকে। এটি একটি কার্যকরী খাদ্য হিসাবে ভাবা যেতে পার। কারণ, অপরিহার্য ভিটামিন-এ প্রদানের পাশাপাশি এটি লাইকোপিনের উপস্থিতিতে দীর্ঘস্থায়ী রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে। কালো বা বেগুনি গাজর (ডেকাস কারোটা) এবং বাঁধাকপি (ব্রাসিকা অলারেসিয়া) অ্যান্থোসায়ানিনের অন্যতম প্রধান উৎস যা কালো গাজরকে গাঢ় বেগুনি রঙের কারণ। বিভিন্ন রঙের মরিচে ক্যারোটিনয়েড ছাড়াও, মরিচের ঝাঁঝালো স্বাদ ক্যাপসাইসিনয়েড গ্রুপের যৌগের উপস্থিতির লক্ষ্য করা যায়। আজকাল ক্যাপসাইসিন ০.০২৫ থেকে ০.০৭৫ শতাংশ মলমগুলিতে ব্যবহৃত হয়। যা ছোটখাটো ব্যথা যেমন পেশির, জয়েন্টের, পিঠের, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথিক এবং অস্টিওআর্থারাইটিস ব্যথা, স্ট্রেন এবং হাড় মচকোনো ইত্যাদির উপশমে ব্যবহৃত হয়। ব্রকোলিতে থাকে যৌগ ৩, ৩'-ডি- ইন্ডোলিলমিথেন যা অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ক্যানসার কার্যকলাপ সহ শরীরে অনাক্রমণ প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রয়ণ করে। ব্রকলিতেও গ্লুকোরাফেনিন নামক একটি যৌগও রয়েছে, যা ক্যানসার প্রতিরোধী যৌগ সালফোরাফেনে তৈরি করে। কিন্তু সবজি সিদ্ধ করলে ব্রকোলির উপকারিতা কমে যায়। ডালিম ফলে আছে উচ্চ ঔষধি মূল্যের ফাইটোকেমিক্যাল (উদ্ভিদজাত যৌগ)।

এগুলি স্বাস্থ্য উপকারী এবং রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্ভাবনার জন্য প্রশংসিত। পলিফেনল সমৃদ্ধ ডালিমের রস এল ডি এল কে অক্সিডেশন (জারণ) থেকে রক্ষা করে, যা ধমনী শক্ত করার জন্য দায়ী। ফল এবং খোসায় উপস্থিত পুনিক্যালাজিন একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, কার্ডিওভাসকুলারের ফাংশন এবং সঠিক কোষীয় প্রতিলিপি রক্ষা করে। এটি আংশিকভাবে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপের জন্য দায়ী। রঙিন আঙুর রয়েছে অ্যান্থোসায়ানিন, প্রোঅ্যান্থোসায়ানিডিন, স্টিলবেন (রেসভেরাট্রল), পলিফেনোল (ক্যাটিচিন) এবং ফেনোলিক অ্যাসিড (গ্যালিক এবং এলাজিক অ্যাসিড) ইত্যাদি।

এগুলি স্বাস্থ্যের উপকারী পদার্থ। জাম ফলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্যকলাপ অ্যান্থোসায়ানিন সহ অন্যান্য মোট ফেনোলিক যৌগের জন্য হয়। তরমুজ একটি অল্প অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন সিট্রুলাইনের একটি সমৃদ্ধ উৎস। যা একটি সম্ভাব্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভাসোডিলেটর (রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রক)। এটি লাইকোপিনের উৎসও বটে। আমলা ফলে রয়েছে অধিক পরিমাণে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (ভিটামিন- সি), যা কমলার তুলনায় ২০ গুণ বেশি। এটিতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পলিফেনল যেমন ফ্ল্যাভোনয়েড, কেমফেরল, এলাজিক অ্যাসিড, ফিলেম্বলিন (ইথাইল গ্যালেট) এবং গ্যালিক অ্যাসিড রয়েছে। সাধারণভাবে নিউট্রাসিউটিক্যালের জৈব উপলব্ধতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য উপকারী নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে, বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ বা মিশ্রণে স্বাস্থ্যের উপকারী গুণের দাবিগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। পেশাদার স্বাস্থ্য চিকিৎসক ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ফাইটোকেমিক্যালের ভূমিকা স্বীকার করছেন। স্বাস্থ্য-সচেতন ভোক্তারা তাঁদের নিজস্ব স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলের জন্য কার্যকরী এবং সংমিশ্রণযুক্ত খাদ্য পণ্যের সন্ধান করছে। সুস্থ্যতা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতিতে নিউট্রাসিউটিক্যাল এবং কার্যকরী খাবারের প্রভূত সম্ভাবনা বিবেচনা করে, ফিউশন পণ্যগুলিতে সুনির্দিষ্ট নিউট্রাসিউটিক্যাল গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি যেমন পিলিং, যান্ত্রিক ক্রাশিং, নিষ্কাশন তাপমাত্রা, ব্লাঞ্চিং, হট ব্রেকিং, ভ্যাকুয়াম ইমপ্রেগনেশন, ফ্রিজ-ড্রাইং এবং হিমায়িত স্টোরেজ ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের গুণমান এবং আন্টি-অক্সিডেন্টের উপর অভাবনীয় প্রভাব ফেলতে পারে।

ধূমপান করলে শরীরে কী ধরনের ক্ষতি হয়

ধূমপান করলে শরীরে কী ধরনের ক্ষতি হয়, তা প্রায় সকলেই জানেন। তাই অনেক চেষ্টা করে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করেছেন। পরোক্ষ ভাবেও যাতে শরীরে তার প্রভাব না পড়ে, তাই ধূমপায়ীদের আশপাশে থাকেন না। কিন্তু তাতে নাকি লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না! কেন জানেন? চিকিতকেরা বলছেন, ঘণ্টা দুয়েক এক ভাবে চেয়ারে বসে অথবা শুয়ে থাকলে শরীরে ধূমপান করার মতোই ক্ষতি হতে পারে।

টাইপ ২ ডায়াবিটিস, হার্টের সমস্যা, উদ্বেগ থেকে অবসাদ এ সবের কারণ হতে পারে একটানা বসে অথবা শুয়ে থাকার অভ্যাস। দীর্ঘ ক্ষণ চেয়ারে বসে থাকলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

১) পা এবং নিতম্বের পেশি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। যার ফলে বেশি ক্ষণ দাঁড়াতে কষ্ট হয়। দেহের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে।

২) দীর্ঘ ক্ষণ এক ভাবে বসে থাকলে দেহে চর্বি জমতে থাকে। অঙ্গ সঞ্চালনের অভাবে হজমেরও সমস্যা দেখা দেয়।

৩) পা, নিতম্বের মতো কোমর এবং পিঠের পেশিও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অস্থিসন্ধির সমস্যায় ভুগতে হয়। ভুল ভঙ্গিতে বসার অভ্যাসেও নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪) একটানা অনেক ক্ষণ বসে থাকলে মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে বলে মনে করেন অনেকেই। এই বিষয়ে অবশ্য কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে শরীরচর্চা না করলে অবসাদ বেড়ে যেতে পারে, সে কথা প্রমাণিত।

৫) দীর্ঘ ক্ষণ বসে থাকলে হার্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সপ্তাহে ২৩ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় বসে বসে টিভি দেখেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কার্ডিয়োভাসকুলার রোগের প্রকোপ বেশি।

সর্দি-কাশি চাঙ্গা করার টনিক, স্যুপই

ভোরে কিংবা গভীর রাতে উত্তরে হাওয়ার শিরশিরানি টের পাওয়া যাচ্ছে বেশ। গলার কাছটা খুসখুসে ভাব। সর্দি হবে হবে ব্যাপার। এই সময়ে দিনে হোক বা রাতে, আপনাকে আরাম দিতে পারে একমাত্র একবাটি ইষদুষ্ণ, হালকা স্যুপ। ডিনারে হোক বা ব্রেকফাস্টে, গরম গরম স্যুপ কিন্তু দারুণ সুস্বাদু। পেটও যেমন ভরবে, তেমনি মনও। সঙ্গে যদি থাকে পুষ্টিগুণ, তাহলে সোনায় সোহাগা। তাহলে ঝটপট জেনে 'চাঙ্গায়নী সুধা'র রেসিপি।

উপকরণ-

মুরগির হাড়- আধ কেজি, মুরগির মাংস- আধ কেজি, চিনি- ২ টেবিল চামচ, লাল চিলি সস- ৫ টেবিল চামচ, চিংড়ি- আধ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার- ৬ টেবিল চামচ, হাঁসের ডিম- ৬টি, কাঁচালঙ্কার ফালি- ৪টি, লেমন গ্রাস- ৮ টুকরো, চিকেন স্যুপের স্টক- ১২ কাপ, নুন স্বাদমতো, লেবুর রস- ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী-

মুরগির হাড় সেদ্ধ করে চিকেন স্যুপের স্টক ছেঁকে নিন। মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চিংড়ি ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ডিম অল্প ফেটিয়ে নিন। কর্নফ্লাওয়ার এক কাপ জলে গুলে নিন। চিকেন স্টকে অর্ধেক গোলানো কর্নফ্লাওয়ার ও ডিম দিয়ে মিশিয়ে কাঁচালঙ্কা, মাংস, চিংড়ি, চিনি, চিলি সস, লেমন গ্রাস, লবণ দিয়ে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। আঁচে বসিয়ে হালকাভাবে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। অনবরত না নাড়লে ফেটে যাবে। মাঝারি আঁচে ১৫-১৭ মিনিট নেড়ে নেড়ে ফুটিয়ে আঁচ কমিয়ে দিন। ৩-৪ মিনিট পর লেবুর রস দিয়ে হালকাভাবে নেড়ে, প্রয়োজন হলে আরও চিলি সস ও নুন মেশান। গরম-গরম পরিবেশন করুন।

গলা খুশখুশ করলে কিংবা সর্দি-কাশি হলে এই পিপার সাওয়ার স্যুপ কিন্তু দারুণ অস্ত্র। এবার জানুন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর মন্ত্র। যাতে পেটও ভরে আবার পুষ্টিগুণও দারুণ।

উপকরণ-

সেদ্ধ মুরগির মাংস- সিকি কাপ, সয়া অয়েল- ২ চা চামচ, সেদ্ধ নুডলস- আধ কাপ, নারকেলের দুধ- ৪ কাপ, কাজুবাদাম কুচি- ৩ টেবিল চামচ, অঙ্কুরিত ডাল- সিকি কাপ, কচি পিঁয়াজ- ৪টি, কাঁচালঙ্কা- ১টি, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো- সিকি চা চামচ, চিনি- আধা চা চামচ, বড় টমেটো- ১টি, পিঁয়াজকুচি- ২টি, রসুনকুচি- আধ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো- আধ চা-চামচ, ধনেপাতা সামান্য ও শুকনো মরিচের গুঁড়ো- সিকি চা চামচ।

প্রণালী-

ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে কাজুবাদাম, কাঁচালঙ্কা, জিরে, রসুন ও পিঁয়াজ দিয়ে ৪ মিনিট ভেজে এতে টমেটো টুকরো করে দিন। নেড়ে ১ চা-চামচ চিনি, নুন, গোলমরিচ ও নারকেলের পাতলা দুধ দিন। একবার ফুটে উঠলেই আঁচ কমিয়ে মৃদু আঁচে ৬-৮ মিনিট রেখে ওভেন থেকে নামিয়ে রাখুন, যেন গরম থাকে। অঙ্কুরিত ডাল ঝাঁজরিতে নিয়ে ফুটিয়ে রাখা জলে ১ মিনিট রেখে, তুলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। মাংস ছোট টুকরো করে কেটে নিন। চারটি স্যুপের বাটিতে সেদ্ধ নুডলস সমান ভাগ করে নিয়ে নুডলসের উপরে অঙ্কুরিত ডাল, মাংস, কচি পিঁয়াজ দিয়ে ২ টেবিল চামচ ঘন নারকেলের দুধ দিন। গরম নারকেলের স্যুপের মধ্যে কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে দিলেই তৈরি চিকেন নুডলস স্যুপ।

মাটি ছাড়া সম্ভব চাষ

'মাটিবিহীন চাষ প্রযুক্তির' একটি পদ্ধতি হাইড্রোপনিক্স। এটি একটি শিল্পকলা এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি, যার দ্বারা মাটি ছাড়া যে কোনও পাত্রে বা আধারে খনিজ খাদ্য দ্রবণ জলে গুলে শাকসবজি, স্যালাড জাতীয় ফসল, দানাশস্য, ফুল, ফল, বাহারি গাছপালা, ভেষজ গাছগাছড়ার সহজে কম সময়ে বেশি ফলন-সহ চাষবাস করা সম্ভব। লিখেছেন রাজ্য কৃষি পরিচালন ও সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (স্যামেটি)-এর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড় সৌরেন্দ্রনাথ দাস।

হাইড্রোপনিক্স কথাটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ থেকে। Hydro মানে জল ও Ponos মানে কাজ করা অর্থাৎ জল নিয়ে কাজ। দ্রবণীয় খাদ্য উপাদান (নিউট্রি কালচার) ব্যবহারের মাধ্যমে চাষ। একে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথা কেমিকালচার, কৃত্রিম বৃদ্ধি, মাটিবিহীন কৃষি, অ্যাকোয়াকালচার (দ্রবণীয় খাদ্য) ব্যবহার করে গাছপালার চাষ, অলোরি কালচার বা সবজি চাষ এবং ট্যাংক ফার্মিং ইত্যাদি।

হাইড্রোপনিক্স হচ্ছে জলের কাজ যার দ্বারা সহজ পদ্ধতিতে বিভিন্ন আকৃতির পাত্রে বালি, মুড়ি, পাথর, ইটভাঙ্গা বস্তু, পারলাইট, ভার্মিকিউলাইট ইত্যাদি জড়বস্তুর উপর বীজ বপন বা চারা লাগিয়ে চটজলদি খাদ্য ফসল (শাকসবজি), তণ্ডুল জাতীয় ফসল (ধান, গম), ক্ষুদ্র দানাশস্য (মিলেট জাতীয় ফসল), ভেষজ গাছ-গাছড়া, ফুল-ফল ইত্যাদি চাষ করা সম্ভব। এটি হচ্ছে প্রকৃতি এবং প্রযুক্তির একসঙ্গে আনয়ন। হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে গাছ মাটি বিহীন আধারের খাদ্যদ্রব্যে যথাযথ পরিমাণে ব্যবহারের সাহায্যে বৃদ্ধি লাভ করে। যাতে গাছের বৃদ্ধির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থ যথাযথ ঘনীকরণ অবস্থায় শিকড় দ্বারা গ্রহণ করে।

উদ্দেশ্য: এই মাটিবিহীন চাষের উদ্দেশ্যগুলি হল

* গ্রাম ও শহরের জমিহীন জনগণকে এই বিকল্প পদ্ধতিতে চাষের আওতায় আনা।

* পারিবারিক শ্রম কাজে লাগিয়ে বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

* প্রতিকূল পরিবেশে খাদ্যের যোগান ঠিক রাখা সম্ভব।

* বিভিন্ন শাকসবজি, দানাশস্য, ফুল-ফল, স্যালাড জাতীয় ফসল, ভেষজ গাছ-গাছড়ার চাষ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ছড়িয়ে দেওয়া।

হাইড্রোপনিক্সের সুবিধা

হাইড্রোপনিক্স এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক এই দুটোই বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যার সঙ্গে উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্যান বিজ্ঞান, শস্যবিজ্ঞান এবং বিবিধ পরিবেশগত ও রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ফসল হিসেবে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চাষ করা হয়।

হাইড্রোপনিক্সের ইতিহাস * ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হাইড্রোপনিক্স-এর মূলনীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাচীন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগানে দৃশ্যমান। * ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট টেনোকটিটলান হ্রদের জলাভূমিতে অ্যাজটেক্স-এর ভাসমান বাগান। যা এখন মেক্সিকোর বিশাল সেন্ট্রাল ভ্যালিতে অবস্থিত। * ১২০০ শতাব্দীর শেষে মার্কো পোলো চীনে ঝুলন্ত বাগানের দৃশ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। * ১৬২০ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস বেকন তাঁর একগুচ্ছ হাইড্রোপনিক্স গবেষণায় মাটিহিন বাগানে চাষের কথা বলে গেছেন। * ১৬৯৯ সালে অন্য এক ইংরেজ বিজ্ঞানী জন উডওয়ার্ড নিজের গবেষণার উপসংহারে বলেন যে গাছের সঠিক বৃদ্ধি জলের সাথে খাদ্য উপাদান পরিপোষকের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে হয়। কিন্তু পাতিত (ডিসটিল্ড) জলে ভাল হয় না। * ১৯৩০ সালে উইলিয়াম জেরিক, বার্কেলের বিজ্ঞানী মাটি বিহীন বাগানের সুবিধার প্রদর্শন ক্ষেত্র দেখা। হাইড্রোপনিক্স-এর সাথে তাঁর নামের সুখ্যাতি জড়িয়ে গেছে। * ১৯৩৮ সালে অন্য আরও দুইজ বার্কেলের বিজ্ঞানী ডেনিশ হোগল্যান্ড ও ড্যানিয়েল আর্ননের লেখা হাইড্রোপনিক্স সম্বন্ধে 'দ্যা ওয়াটার কালচার মেথড ফর গ্রোইং প্ল্যান্ট উইদাউট সয়েল' খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাটিবিহীন চাষবাসের প্রযুক্তি ব্যবহার করে টাটকা সবুজ ফসল চাষ হচ্ছে। নিউইয়র্কের বিশাল বিশাল বহু তল বাড়ির ছাদে, কার্নিশে, ব্যালকনি, জানালা, অব্যবহৃত খাদ্য গুদামে চলছে হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তির চাষ। ফ্রান্স, আমেরিকা, চিন, জাপান আধুনিক হাইড্রোপনিক্স চাষ প্রযুক্তির মাধ্যমে নানাবিধ সবজি ও ফসল উৎপাদন দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। বর্তমানে আমাদের বিভিন্ন শহরের প্রাত্যহিক নাগরিক জীবনে বেশ কিছু বাড়ির ছাদের আয়তন অনুযায়ী ছোট বা বৃহদাকার হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে বাগান চাষ করে বিভিন্ন শাকসবজি, ফুল-ফল, দানাশস্য। ভেষজ গাছগাছড়ার চাষও শুরু হয়েছে। সারা বছর ধরে এখানে উৎপাদন হচ্ছে পুষ্টিকর কালো টম্যাটো এবং নানাবিধ শাক সবজির উন্নত জাত, লম্বা টম্যাটো, ব্লু বেরি ইত্যাদি। ভিটামিন সি এবং উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপযোগী ফসল।

চাষের কলাকৌশল ও বিভিন্ন পদ্ধতি

প্রধানত দুই ধরনের কৌশলে হাইড্রোপনিক্সের চাষ হয়। ১) দ্রবণ চাষ (সলিউশন কালচার) এবং ২) মাধ্যম চাষ (মিডিয়াম কালচার)। দ্রবণ চাষে কোন কঠিন মাধ্যম (সলিড মিডিয়াম) শিকড়ের জন্য ব্যবহার করা হয় না। শুধুমাত্র নিউট্রিয়েন্ট সলিউশন ব্যবহার করা হয়। মাধ্যম চাষ পদ্ধতিতে একটি কঠিন মাধ্যম উদ্ভিদের শিকড়কে ধরে রাখার জন্য থাকে এবং এটি বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা বালি চাষ, গ্রাভেল পালন (পাথরের টুকরো, ঝামা পাথর, শিলাগুড়ি দিয়ে চাষ) রকউল, ভার্মিকিউলাইট, পারলাইট চাষ, নারকেলের ছোবড়ার আঁশ/ তন্তু/ ধানের তুষ/ চিনাবাদামের মোড়ক প্রভৃতি। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্য চাহিদার স্বপ্ন পূরণে প্রতিটি ঘরে এবং জমির মালিককে এই সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কলাকৌশল ভারতের সর্বত্র সম্প্রসারণ করা। প্রতিটি কৃষকের দুঃখ দুর্দশা ঘুচে আগামী ওই সময়ের মধ্যে এই 'কাটিং এজ টেকনোলজি'/ প্রযুক্তির যোগান দেওয়া। প্রতিটি ভারতবাসী যেন বলতে পারেন 'এটি আমাদের গর্ব, ভারতের একজন কৃষক হিসেবে আমি গর্বিত'। হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তির সুবিধা * মাটিতে ফসল চাষের থেকে এতে অনেক বেশি ফলন লাভ। * খুব কম সময়ে ফসলের খুব দ্রুত বৃদ্ধি ও সময়ের সাশ্রয় হবে। * চাষে খরচ অনেক কম। প্রতিদিন টাটকা সবজি পেতে পারি। * কোনও আগাছা তোলার ব্যাপার নেই। আর্থিক সাশ্রয় হবে কিছুটা। * মাটিকর্ষণের মতো কঠিন শ্রম নেই। বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা সহজে এই কাজে যুক্ত হতে পারেন। * যেখানে সাধারণ সম্ভব নয়, সেখানে হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রিন হাউসের মধ্যে সংরক্ষিত চাষ সম্ভব। * চাষিদের চাষের জমি না থাকলেও বাড়ির ছাদে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশি ফলন ফলানো সম্ভব। এতে জায়গা পুরোপুরি বাঁচানো যাবে। * শহরে বা গ্রামে নিজের বসতবাটির ছাদ, অব্যবহৃত গুদামঘর, পতিত জমিকে শস্যশ্যামেলা করা যাবে। * সারা বছর ধরে ঘরের চাহিদা পূরণে সবজি ও অন্যান্য ফসলের চাষ যেমন; ফল, ফুল, ভেষজ উদ্ভিদ, স্যালাড জাতীয় সবজি, বাহারি ফুল ও বিভিন্ন গাছপালা চাষ করা যাবে। * অতিরিক্ত ফসল বাজারে বিক্রি করে আয় বাড়ানো সম্ভব। * পরিবারের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ঠিক রাখতে সাহায্য করে। * খুব বেশি লাভজনক, সহজ সরল চাষ পদ্ধতি টাটকা খাদ্যশস্য যোগানের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। * বাণিজ্যিক চাষের পরিকল্পনা করে শহর বা শহরতলির ফ্ল্যাটে, বাড়ির ছাদ, ব্যালকনি, জানালার ধারে, কার্নিশে সবজি, ফুলের চাষ সম্ভব। * শহরের বাসিন্দা এবং কাজের লোকেরা বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলের এলাকার তাদের বৃহৎ বারান্দায় ব্যবহার কমই করে থাকেন। এইসব জায়গায় হাইড্রোপনিক্স প্রযুক্তির সাহায্যে নিত্যদিন স্বাস্থ্যকর সবুজ ফসল কম খরচে ফলাতে পারেন।

* মরুভূমি, পাথুরে এবং শুখা এলাকায়, পার্বত্য জেলাগুলিতে বা অনুর্বর বন্ধা জমিতে হাইড্রোকনিক্স প্রযুক্তিতে প্রচুর তাজা ফসল ফলানো সম্ভব।

* এই পদ্ধতি একটি চিত্তাকর্ষক শখ এবং লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিটি দেশের মানুষের ঘরে ঘরে সম্প্রসারিত হবে।

হাইড্রোপনিক্সের বিভিন্ন বাধা ও সমস্যা * হাইড্রোপনিক্স বাগান

চাষে দরকার সব সময় একাগ্রতাযুক্ত প্রতিশ্রুতি। * অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা জরুরি। * হঠাৎ ব্যবস্থা পদ্ধতির ব্যর্থতা উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। * প্রাথমিকভাবে খরচ অনেকটা বেশি। * বদ্ধ পদ্ধতিতে জলের সংযুক্তির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া হয় বলে খুব অল্প সময়ে কৃষি শত্রুর আক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। * এক ভাবে পর্যবেক্ষণ জরুরি। * শস্যখেতের (ফিল্ড কন্ডিশন) তুলনায় এখানে উৎপাদন কিছুটা সীমিত।

মাটিবিহীন বাগান চাষের আকর্ষণীয় ব্যবহার হচ্ছে প্রকৃতি, জৈবিক কৃষি ও উদ্যান যত ফসলের বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞানের সমন্বয়। তাই হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে চাষ প্রকৃত বিস্ময়কর, অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ফসলের ফলন পাওয়া যায়। তাই এর বাণিজ্যিক চাষবাস সারাবিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতে এই হাইড্রোপনিক্স বা মাটিবিহীন চাষ ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা (আইসিএআর), বিভিন্ন রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও অন্যান্য গবেষণা সংস্থা, রাজ্য কৃষি দপ্তর গুলি এ বিষয়ে বিভিন্ন কলাকৌশল বা খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি জানিয়ে এই চাষের অপরিহার্যতা বাড়িয়ে তুলবে।

সম্প্রতি ধলেশ্বর চুরি কান্ডের ঘটনা রবিবার পূর্ব থানার পুলিশ এক চোরকে আটক করে। ছবি - নিজস্ব।

ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

হায়দরাবাদ, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অভূতপূর্ব উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। রবিবার তেলেঙ্গানার কানহা শান্তি ভনম-এ একটি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এক্ষেত্রে শ্রী রাম চন্দ্র মিশন ও এর অনুসারীরা বিরাট ভূমিকা পালন করে। উন্নত ভারত গড়ার জন্য আমাদের ৪টি স্তম্ভের উপর মনোনিবেশ করতে হবে। আমি সেগুলিকে বলি ""অমৃত স্তম্ভ""। এগুলো হলো নারী শক্তি, যুবশক্তি, জনশক্তি ও উদ্যোগের শক্তি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আপনারাও আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়তে অবদান রাখছেন। শুধু সম্পদ দিয়েই সমৃদ্ধি আসে না, সাংস্কৃতিক উন্নতির সমান গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান ভারত অর্থনৈতিক, কৌশলগত, সাংস্কৃতিক এবং প্রতিটি উপায়ে নবজাগরণের একটি পর্যায়ে প্রবেশ করছে।' মোদী বলেছেন, 'মানবতার জন্য কমলেশ জি (কমলেশ ডি. প্যাটেল) যে কাজ করেছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর অবদানকে পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের সরকারের।'

জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা থেকে তিন লস্কর-ই-তৈবার সাহায্যকারীকে গ্রেফতার

বারামুল্লা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ রবিবার বারামুল্লা জেলা থেকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার তিন সাহায্যকারীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

একজন পুলিশ আধিকারিক রবিবার জানিয়েছেন, ১৩ শিখলি, ১৮৫ বিএন বিএসএফ এবং বারামুল্লা জেলা পুলিশের একটি দলের যৌথভাবে চালানো নাকা চেকিংয়ের সময় তিনজন ধরা পড়ে। ঝুলা ফুট ব্রিজের কাছে কালগাইতে ব্যাগ বহনকারী দুজন জঙ্গিদের সহযোগীকে থামানো হয়েছিল। তল্লাশি করে তাদের দুজনের কাছ থেকে তিনটি চাইনিজ গ্রেনেড ও আড়াই লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের নাম, জমির আহমেদ খান্দে ও মোহাম্মদ নাসিম খান্দে।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তারা দুজনেই জানায় যে, এই অবৈধভাবে পাওয়া হাতবোমা এবং নগদ টাকা মঞ্জুর আহমেদ ভাট্টি তাদের দিয়েছিল, যাতে তারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটাতে পারে। এরপর মঞ্জুর আহমেদ ভাট্টিকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে ভাট্টি জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তিনি এই দুই ব্যক্তিকে অবৈধভাবে প্রাপ্ত গ্রেনেড এবং নগদ সরবরাহ করেছিল। পুলিশ তার কাছ থেকে একটি চাইনিজ হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ২.১৭ লক্ষ

৬ কুকুর ছানাকে থেঁতলে মারার ঘটনায় দুজনকে আটক করল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ

বোলপুর, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : ৬ কুকুর ছানাকে থেঁতলে মারার ঘটনায় দুজনকে আটক করল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। ঘটনাটি বোলপুর কৃষক বাজার এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, একই সঙ্গে সদ্যজাত ৬ টি কুকুরছানাকে নৃশংস ভাবে মেরে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে নীলরতনসরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৬ টি কুকুরছানাকে পিটিয়ে মারার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ভাইরাল হয়েছিল নেট দুনিয়ায়। যা নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। পশুপ্রেমীদের আন্দোলনেরে জেরে তদন্ত নামতে হয়েছিল লালবাজারকে।

সেই ছায়াই এবার যেন শান্তিনিকেতনে। বোলপুর কৃষক বাজারে একটি কুকুর ৬ টি বাচ্চা দিয়েছিল। অভিযোগ, কেউ বা কারা নৃশংস ভাবে সদ্যজাত ছানাগুলিকে থেঁতলে মেরে ফেলে। এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত স্থানীয় বাসিন্দা ও কৃষক বাজারের ব্যবসায়ীরা। তারা জানান, নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে বাজার এলাকায়। তারজন্যই কুকুর ছানাগুলিকে থেঁতলে মেরে দিয়েছে। খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। ঘটনায় যুক্ত থাকার সন্দেহে একজন চা বিক্রেতা ও একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় ব্যবসায়ী বাবু দাস বলেন, 'এখানে আমরা সবাই কুকুর ভালোবাসি। কেউ বা কারা সম্পূর্ণ নৃশংস ভাবে ৬ টি বাচ্চাকে থেঁতলে মেরে দিয়েছে। ওরা তো কথা বলতে পারে না, কাউকে বিরক্তও করে না। তা সত্ত্বেও নির্মম ভাবে মেরে দিল। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ২ জনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। আমরা অভিযুক্তদের শাস্তি চাই।'

কান্নায় ভেঙে পরে স্থানীয় বাসিন্দা অনিমা দাস বলেন, 'ওদের খাবারের জন্য আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কালও বাচ্চাগুলোকে ও মাটাকে খাইয়ে গেলাম। আর আজ শুনছি ওদের মেরে দিয়েছে।

ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট ২০২৪ প্রচারে জাপান সফরে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল

আহমেদাবাদ, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : ভাইব্রেন্ট গুজরাট গ্লোবাল সামিট ২০২৪ প্রচারে রবিবার জাপান সফরে গিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধি দল রবিবার সকালে জাপানের টোকিও পৌঁছেছে।

শীর্ষ সম্মেলনের ১০-তম সংস্করণ ২০২৪ সালের ১০ এবং ১২ জানুয়ারীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিবার্ষিক এই শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যবসা এবং সরকারগুলির জন্য বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজতে সহায়তা করবে। এছাড়াও অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে। গুজরাট সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত সিবি জর্জ সেখানে পৌঁছানোর পর মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেলকে স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দলটি টোকিও যাওয়ার পর ইয়ামানাশি প্রিফেক্চারের গভর্নর কোতারো নাগাসাকির সঙ্গে বৈঠক করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেল এবং প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরাও ইয়ামানশি হাইড্রোজেন কোম্পানি পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধি দল গ্রিন হাইড্রোজেন খাতে গুজরাটে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে ইয়ামানশি গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করেন।

দেগঙ্গায় বিস্ফোরণ আঙুল উড়ল কিশোরের

বারাসত , ২৬ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যে অব্যাহত বোমা বিস্ফোরণ। রবিবার উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় বোমা বিস্ফোরণে উড়ল কিশোরের আঙুল। জখম কিশোর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিন দুপুরের এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে দেগঙ্গার গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত কিশোরের নাম আরমান গাজি। বয়স ১৩ বছর। তাঁকে উদ্ধার করে দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দেগঙ্গার কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেখের মোড় এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিসের পিছনে আমবাগানে বোমা রাখা ছিল বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, আরমান দলীয় কার্যালয়ের পিছনে আম বাগানে খেলা করছিল। এর পর একটি ব্যাগের মধ্যে কী রাখা আছে, সে দেখতে যায়। দেখে ব্যাগের মধ্যে পাঁচটি বলের মতো সামগ্রী রাখা রয়েছে। হাতে করে তুলে খেলতে গেলে আচমকা বিস্ফোরণ ঘটে। আর তাতেই আরমানের হাতের আঙুল উড়ে যায় এবং বাম হাতের মাংসপেশিতেও ক্ষত হয়।

বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শুনে এলাকাবাসী ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় দেগঙ্গা থানার পুলিশকে। দেগঙ্গা থানা ও চাকলা ফাঁড়ির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। বোম স্কোয়াড এসে ব্যাগের মধ্যে থাকা তিনটি তাজা বোমা উদ্ধার করে তারা। তবে এই বোমা রাখা প্রসঙ্গে তৃণমূলের দাবি, সামনে লোকসভা ভোট। তার আগে তৃণমূলকে বদনাম করতে আইএসএফ ও বিজেপির চক্রান্ত করে বাগানের মধ্যে এভাবে বোমা রেখে গিয়েছে।

বলিউডি সংলাপে মহুয়াকে আক্রমণ দিলীপ ঘোষের

দুর্গাপুর, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন ইস্যুতে সিবিআই তদন্তের মুখে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তার মধ্যেই বলিউডি সংলাপে মহুয়ার উদ্দেশে আক্রমণ শানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রবিবার দুর্গাপুরের গোলাপমাঠে প্রাতঃভ্রমণের পর এক পথসভায় তিনি বলেন, ''সংসদে দাঁড়িয়ে সবাইকে ইংরাজিতে গালাগাল করেন। এখন ফেঁসেছেন! গোরে গোরে মুখরে পে কালা কালা চশমা।''

রবিবার দুর্গাপুরের ওই পথসভা থেকে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, ''একজন সাংসদ সবসময় ইংরাজিতে গালাগাল দেন। প্রধানমন্ত্রীকেও ওই ভাষায় গালাগাল দেন। ৩০-৪০ লক্ষ লোকের প্রতিনিধিত্ব করা মহিলা সংসদে নোংরা ভাষায় কথা বলেন। এখন ফেঁসেছেন! টাকা নিয়ে এক কোম্পানিকে নিজের পাসওয়ার্ড দিয়েছেন। সংসদে আমরা যে কোনও প্রশ্ন করতে পারি একটা অ্যাপের মাধ্যমে। ওখানে যাওয়ার দরকার নেই। যে কোনও প্রশ্ন লিখে মেল করে দিলে ওই অ্যাপে চলে যায়। মন্ত্রী তার পর সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেন। কিন্তু উনি সেই মেলের পাসওয়ার্ড দিয়েছেন একটা কোম্পানিকে, যেটা দুবাইয়ে। আর সেটা আদানি বিরোধী হয়ে কাজ করে। উনি বলছেন, ওদের থেকে টাকা নেননি। নিয়েছেন গিফট। লিপিস্টিক, স্নো, পাউডার। চকচকে চেহারা! গোরে গোরে মুখরে পে কালা কালা চশমা!''

জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে বাঁকুড়ায় পদযাত্রা

বাঁকুড়া, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষে রবিবার এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। আম্বেদকর কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই পদযাত্রায় সেন্টারের শিক্ষার্থীদের সাথে বাংলা চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দোপাধ্যায়, বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া শহরের বীর সাভারকর সরনি সিত সেন্টারে সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করার পর পদযাত্রা শুরু হয়।-শহরের প্রধান রাজপথ পরিক্রমা করে মাচানতলায় পদযাত্রা শেষ হয়।সেখানে সংবিধানের গুরুত্ব আলোচিত হয়।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

সাগর, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : আবারও ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরের কোম্পানিছাড় এলাকার সঞ্জয় মাইতি নামে এক পরিযায়ী শ্রমিকের। রবিবার বাড়িতে আসছে নিহত শ্রমিকের দেহ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার বাড়ি থেকে অসমের করিমগঞ্জে বোরিং এর কাজে গিয়েছিলেন সাগর ব্লকের মুড়িগঙ্গা দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন কোম্পানীছাড় এলাকার যুবক সঞ্জয় মাইতি। বৃহস্পতিবার বিকেলে কাজের সাইডে তাবুতে ছিলেন। পাশ দিয়ে একটি সিমেন্টভর্তি ট্রাক যাওয়ার পথে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই তাবুর ওপরে পড়ে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই যুবকের মৃতদেহ আজকের দুপুরে তার বাড়িতে আনা হচ্ছে। ওই যুবকের পরিবারে একমাত্র রোজগার ছিল ওই যুবক। ওই যুবকের চারজনের সংসার। স্ত্রী ও দুই নাবালক ছেলে-মেয়ে। রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে অথৈ জলে পরিবারটি।

বাসন্তীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালিকার

বাসন্তী, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। মৃতার নাম রিয়া সর্দার ৮। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর কুলতলিতে।

ক্যানিং থেকে মামার বিয়ে উপলক্ষ্যে কুলতলিতে বেড়াতে এসেছিল রিয়া। এদিন দুপুরে সম বয়স্কদের সাথে গ্রামের পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ছয় জন তলিয়ে যায়। স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় বাকি পাঁচজনকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও রিয়াকে উদ্ধার করতে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাকে উদ্ধারের পর বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রিয়ার বাবা বলেন, ' গতকাল বৌভাতের অনুষ্ঠান ছিল। আজ দুপুরেই খাওয়া দাওয়া করে আমাদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল। কিন্তু কখন ওরা পুকুরে চলে গেছিল কেউ খেয়াল করিনি।'

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে তল্লাশি অভিযান জারি

জম্মু, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে বন-জঙ্গলে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। পুলিশ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

পুলিশ আধিকারিক সূত্রে খবর, কিছু সন্দেহজনক গতিবিধির তথ্য পাওয়ার পর মেহধর এবং কৃষ্ণঘাটি সেক্টরের বেশ কয়েকটি বনাঞ্চলে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফের যৌথ অভিযান শুরু হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, মেনধার থানার এখতিয়ারের বেহরা, কুন্ড, টোপা সংলগ্ন এলাকায় এবং কৃষ্ণঘাটি সেক্টরের দারাদুলিয়ান, মাঙ্গনার, সালনি এবং উছাদ শীর্ষ এলাকায় অনুসন্ধান অভিযান চলছে।

শাসক দলের মদতে অবৈধভাবে বালি—পাথর পাচার, অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও—র

রামপুরহাট, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে অবৈধভাবে পাচার হচ্ছে বালি, পাথর। শাসক দলের প্রত্যক্ষ মদতে মাফিয়াদের ভয়ে মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না গ্রামবাসীরা। অবৈধভাবে পাচারের ফলে দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হলেও প্রতিবাদ করার সাহস পান না গ্রামবাসীরা। অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে দুই রাজ্যের যোগাযোগ সংযোগকারী সেতু। অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অংকুর মিত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের রামপুরহাট থানার ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী গ্রাম শালবুনি। রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের নারায়নপুর অঞ্চলের ওই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ব্রাহ্মণী নদী। ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া থানার সঙ্গে বীরভূমের রামপুরহাট থানা যোগসূত্র গড়তে একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে নদীর উপর। অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে সেই সেতু এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই দুর্বল সেতুর উপর দিয়েই ঝাড়খণ্ডের পাথর বোঝাই লরি ঢুকছে বীরভূমের রামপুরহাটে।

জানা গিয়েছে, শালবুনি নদী থেকে যথেচ্ছ বালি তোলার ফলে নদী সংলগ্ন এলাকায় বন্যার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শালবুনি গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতিদিন ৪০০ মতো ট্রাক্টর বালি বোঝাই করে রনিগ্রাম হয়ে জয়পুর গ্রামের ধারে মজুত করছে। এরপর সেখান থেকে বড় লরিতে বালি বোঝাই করে চলে যাচ্ছে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলায়। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া থানার খাকসা খাদান এলাকা থেকে পাথর বোঝাই লরি দুর্বল সেতুর উপর দিয়ে রামপুরহাট থানা হয়ে চলে যাচ্ছে ভিন জেলায়। এই পাচার চক্রের সঙ্গে শালবুনি গ্রামের কয়েকজন যুবকের সাহায্যে চলছে মাফিয়া রাজ। যোগ রয়েছে শাসক দলেরও। স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এমনকি পঞ্চায়েতের পাশ দিয়ে বালি বোঝাই ট্রাক্টর বেপরোয়া ভাবে যাতায়াত করলেও সকলেই থাকেন ধৃতরাষ্ট্র হয়ে। বেপরোয়া ট্রাক্টর চলাচলের ফলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হচ্ছে মানুষের। কিন্তু একদিকে মানুষের দারিদ্রতা অন্যদিকে মাফিয়াদের হুমকিতে অর্থের বিনিময়ে স্বজনদের মৃতদেহ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

ঝাড়খণ্ডের পাকুরিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা কামদেব যাদব বলেন, "অবৈধভাবে বালি তোলার ফলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মুখ খোলার উপায় নেই। বালি তোলার ফলে সেতু দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যে কোন দিন সেতু ভেঙ্গে পরতে পারে"।

স্থানীয় বাসিন্দা, রামপুরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা তৃণমূলের জ্যোস্না মাহাতর ছেলে সুমন্ত মাহাত বালি, পাথর পাচারের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, "ঝাড়খণ্ড এলাকার নদী থেকে বালি পাথর বীরভূমে ঢুকছে অবৈধভাবে। নির্দিষ্ট ভাবে কেউ বালি তোলে না। যারা পারছে বালি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন বালি তোলা হচ্ছে ট্রাক্টরে"।

রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অংকুর মিত্র বলেন, "আমি নতুন যোগদান করেছি। ফলে বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি"। খোঁজ নিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রও।

কেসিআর প্রকল্প দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু শুধু কেলেঙ্কারিই দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

মেদাক, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানার কে চন্দ্রশেখর রাও সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তেলেঙ্গানার মেদাক-এ এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কেসিআর প্রকল্প দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তিনি কেবল কেলেঙ্কারিই দিয়েছেন। আপনাদের সন্তানদের জন্য কাজ করার পরিবর্তে, তিনি নিজ সন্তানদের এবং নিজ আত্মীয়দের জন্য কাজ করেছেন। তিনি কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছেন এবং নিজের সম্পদ বাড়িয়েছেন, তাঁকে স্থায়ীভাবে খামারবাড়িতে পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তেলেঙ্গানার কৃষকরা।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী (রাজ্যকে) নিজের সম্পত্তি বলে মনে করেন। কেন কেসিআর-কে অন্য আসন থেকে লড়তে হয়েছিল? কেন তাকে সেখানে যেতে হলো? কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীকেও আমেঠি ছেড়ে কেরলে পালাতে হয়েছিল।

কেসিআর-কেও পালাতে হয়েছে। এর একটি বড় কারণ হল বিজেপি প্রার্থী এটেলা রাজেন্দর এবং অন্য কারণ হল কৃষক ও দরিদ্রদের ক্ষোভ।'

লিঙ্গ, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা করা হয়েছে : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.): লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম এবং অন্যান্য ভেদাভেদ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা করা হয়েছে ভারতে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিজস্ব ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন, এই আদালতের বার এবং বেঞ্চ ক্রমাগত আইনশাস্ত্রের মান বাড়িয়েছে।

তাদের আইনী বুদ্ধিমত্তা এবং বৃত্তি সমান শ্রেষ্ঠত্ব হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সবার জন্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে তা সর্বোত্তমভাবে পরিবেশিত হয়। এটি সমতাকেও শক্তিশালী করে। আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, বিশেষ করে আজকের মতো অনুষ্ঠানে, প্রতিটি একক নাগরিক ন্যায়বিচার চাওয়ার অবস্থানে আছে কিনা।' রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমলাতন্ত্র, সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ছে।

যদিও সাংবিধানিক কাঠামোতে বিচার বিভাগের স্থানটি বরং অনন্য রয়ে গিয়েছে, আমি নিশ্চিত যে এই প্রতিষ্ঠানটিও উন্মুক্ত অস্ত্রে বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়েছে।'

অমিত শাহ'র সভায় গেলে এলাকাছাড়া করা হবে, চুঁচুড়ায় 'জয় বাংলা'র নামে পড়ল পোস্টার

চুঁচুড়া, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : আগামী ২৯শে নভেম্বর কলকাতায় সভা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার আগে 'জয় বাংলা' নামে হুমকি পোস্টার পড়ল চুঁচুড়ায়। জয় বাংলার নাম দিয়ে ওই পোস্টারে লেখা রয়েছে, বিজেপির প্রতিবাদ সভায় গেলে এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হবে। আর এই পোস্টার ঘিরেই শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, ভয় পেয়ে পোস্টার মেরেছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, নিজেদের পোস্টারের ওপর নিজেরাই পালটা পোস্টার মেরেছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে চুঁচুড়ার কেওটা বটতলা এলাকায় 'জয় বাংলা' লেখা একটি পোস্টার লক্ষ্য করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাদা কাগজে ছাপানো পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'কেন্দ্র আবাসের টাকা দিচ্ছে না। এলাকা থেকে যারা এই সভায় যাবেন তাঁদের এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হবে।' নীচে লেখা, জয় বাংলা। ঘটনাচক্রে 'জয় বাংলা' স্লোগান তৃণমূল ব্যবহার করে।

এই পোস্টারের ঘটনায় তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে স্থানীয় বিজেপি। বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউয়ের অভিযোগ, 'এই কাজ তৃণমূলের। আদালতের লড়াইয়ে রাজ্য সরকারের দু'কান কাটা গিয়েছে। এখন অমিত শাহের সভা বানচাল করতে ভয় দেখানোর রাজনীতি শুরু করেছে শাসকদল'। যদিও বিজেপির এই অভিযোগকে একপ্রকার উড়িয়ে দিয়েছেন এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। তাঁর পাল্টা অভিযোগ, 'প্রচারের আলোতে আসার জন্য এটা বিজেপিরই কাজ। তৃণমূলের খেয়ে কাজ নেই যে বিজেপির পোস্টারের ওপর পোস্টার মারবে'।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু হল গাজোলের ২৬তম রাস উৎসব

গাজোল, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : রবিবার দুপুরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু হল গাজোলের ২৬তম রাস উৎসব। এই শোভাযাত্রায় মায়াপুর ইসকন মন্দিরের বিদেশি ভক্তদের কীর্তনের তালে পা মেলালেন বহু মানুষ। গোটা গাজোল শহর পরিক্রমা করে আবার হাইস্কুল ময়দানে এসে শেষ হয় এই শোভাযাত্রা। এরপর মঞ্চে চলে ইসকন থেকে আগত ভক্তদের কীর্তন অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা। কীর্তন অনুষ্ঠানের পর রাধাকৃষ্ণের অস্থায়ী মণ্ডপের পর্দা উন্মোচন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে রাস উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।

জেলাশাসক বলেন, 'কালক্রমে রাজ্যের অন্যতম রাস উৎসবে পরিণত হয়েছে গাজোল রাস উৎসব। গত বছর ভার্চুয়ালি এই রাস উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও তিনি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। সরকারি সমস্ত নিয়মকানুন মেনে ১৫ দিন ধরে এখানে চলবে রাস উৎসব। এই উৎসবকে সফল করে তোলার জন্য প্রশাসনের তরফে সবরকম সহযোগিতা করা হবে।' এদিন উদ্বোধনি অনুষ্ঠানের পর গাজোলের একটি অনাথ আশ্রমের শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। অতিথিদের উত্তরীয় এবং স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। আজ থেকে শুরু হওয়া রাস উৎসব চলবে আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বি.এড সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি

বোলপুর, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা ভেবে বি.এড সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে বাবা সাহেব্দ আম্বেদেকর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছেও লিখিত ভাবে ক্ষোভের কথা জানানো হবেও বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকালে বোলপুরের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাকক্ষে রাজ্যের চারশোর বেশী বি.এড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র প্রতিনিধি ও কলেজ কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রথম রাজ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বি.এড-এর ভর্তিকে কেন্দ্র করে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তা সমাধানের জন্য সকলে একযোগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে চিঠি লেখা, ইমেল করবে। সেখানে নিজেদের সমস্যার কথা জানানো ও সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ দাবী করা হবে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করা হবে। ছাত্র-ছাত্রী, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা আজ তাদের তিনটি শাখার পক্ষ থেকে পতাকা উত্তোলন করে ঐক্যবদ্ধতার বার্তা তুলে ধরেন এদিনের সমাবেশে, সম্মিলিত ভাবে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার কথা ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সরব রাজ্যের বেসরকারী বি.এড কলেজের বড় অংশ। তাদের দাবী যে কারণ তুলে ধরে ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার কথা বলেছেন উপাচার্য সেটা 'হাস্যকর'। তাছাড়াও তাদের দাবী কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের থেকে নো অবজেকশান সার্টিফিকেট পাবার পর, আইনত মোতাবেক কোন কলেজের অনুমোদন দেবার অধিকার শুধুমাত্র এনসিটিই-র। বাতিলের অধিকারও তাদের। আইনত বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র কোর্স তৈরি ও পঠনপাঠন বিষয়ে দেখভাল করে। তাই কোন নতুন আইনে রাজ্যের ২৫৩ টি কলেজের অনুমোদন বাতিল করলেন বাবা সাহেব আম্বেদকর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তাদের অভিযোগ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য'-দের কোন বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া বা তা কার্যকর করার কোন অধিকার নেই। এমনকি কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলেও সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কমিটির বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অথচ কোনরকম বৈঠক ডাকা হয় নি বলেই দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি। এমনটাই জানান ফোরামের সদস্যরা। আদালত অবিলম্বে ছাত্র ভর্তির নির্দেশ দিলেও তা উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মানছে না বলেও অভিযোগ করে তারা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন টিচার্স ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক অপূর্ব কুমার পাত্র জানান, "রাজ্য সরকার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা স্বচ্ছতা ও স্থিতাবস্থা আনার চেষ্টা করছেন। সেই সময় উপাচার্যের এই সিদ্ধান্ত একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আজকের সমাবেশ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা সকলে মুখ্যমন্ত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, শিক্ষা মন্ত্রী সহ সকলকে চিঠি লিখবো। ইমেল করবো। আমরা এই সমস্যা সমাধানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি।"

তিনি আরও বলেন যে উপাচার্য ২৫৩টি কলেজের অনুমোদন বাতিল ঘোষণা করেল কোন কোন কলেজে সেই তথ্য এখনো প্রকাশিত করেন নি। ফলে তার সিদ্ধান্ত নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষদের নিয়ে গঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে মলয় পীট, দিব্যেন্দু বাগ বলেন, "আমরা ইতিমধ্যেই পরো বিষয়টি লিখিত ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, মুখ্য সচিব সহ প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়েছি। উপাচার্যের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের দশ হাজার মানুষকে কর্মচ্যুত করতে চলেছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আমরা এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবো।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ময়নাতদন্তে ঢিলেমি ! রাতভর শিশুর দেহ নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই কাটালেন বাবা-মা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : পুলিশ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে দায় ঠেলাঠেলির কারণে ২১ দিনের সন্তানহারার যন্ত্রণা বুকে নিয়ে মৃত সন্তানের দেহ আগলে শনিবার সারারাত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকতে হল বাবা-মাকে। শেষমেশ রবিবার দুপুরে শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়। শনিবার রাতের এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বোকনাবান্ধা কাউয়ারবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রজত রায়ের ২১ দিনের এক শিশুর শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। এরপর অভিভাবকেরা চিকিৎসার জন্য ওই শিশুকে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। রাত সোয়া ১১টা নাগাদ তাঁরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়ে দেন, শিশুটি আগেই মারা গিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ময়নাতদন্তের পরেই শিশুটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেজন্য খবরও দেওয়া হয় মেখলিগঞ্জ থানায়। কিছুক্ষণ বাদে পুলিশ চ্যাংরাবান্ধা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে পৌঁছোয়। কিন্তু কী হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিলেন না। এভাবে দীর্ঘসময় কেটে যাওয়ার পর মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন দেহটি বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। এরপর তাঁরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে বলা হয়, বিষয়টি পুলিশ দেখছে। কারণ ময়নাতদন্তের বিষয়টি তাদের দেখার নয়। এরপর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা নাকি হাসপাতালের ওপর দায় চাপিয়ে দেয়। এতে কার্যত শিশুর দেহকে আগলে রাত পাহারা দিতে হয় বাবা রজত রায় সহ পরিবারের অন্যদের। এভাবে সারারাত কেটে যাওয়ার পর তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। কী করবেন বুঝতে না পেরে এর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। কারণ শিশুর দেহ কেউই ছাড়ছিল না, আবার ময়নাতদন্তের জন্যও কোনও ব্যবস্থা হচ্ছিল না। অপেক্ষা করতে করতে রবিবার দুপুর প্রায় ১টা বেজে যায়। শেষমেশ মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের উপস্থিতিতেই দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

সোমবার করিমগঞ্জে শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ সমাজ উন্নয়ন সমিতির

করিমগঞ্জ (অসম) ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ সমাজ উন্নয়ন সমিতির ব্যবস্থাপনায় সোমবার করিমগঞ্জ জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তনে শুভ বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি সম্মিলন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বঙ্গাইগাঁও স্থিত শিব গোরক্ষনাথ মঠের মঠাধাক্ষ স্বামী কৈবল্যনাথ মহারাজ। সকাল ১০ঘটিকায় পতাকা উত্তোলন করবেন প্রধান অতিথি স্বামী কৈবল্যনাথ মহারাজ জী। ১১ ঘটিকার সময় সুনামধন্য ডাক্তার পূর্বজ্যোতি নাথের তত্ত্বাবধানে ও প্রিয়াঙ্কা নাথ ও অন্যান্যদের পরিচালনায় স্থানীয় ফ্রন্টিয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

এরসঙ্গে সাংস্কৃতিক উপসমিতির পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগার মিলনায়তনে সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২য় পর্যায়ে বিকেল চার ঘটিকায় প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করবেন প্রধান অতিথি স্বামী কৈবল্যনাথ মহারাজ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। পরবর্তীতে আলোচনা সভা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি প্রতিযোগিতা, বর্তমান সময়ে বিলুপ্ত চৌদ্দ মাদল প্রদর্শনী, দলীয় নৃত্য, সরোচিত কবিতা পাঠ, একক নৃত্য, ধামাইল নৃত্য,ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনুষ্ঠান, এছাড়া ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত সব্যসাচী নাথ দ্বারা যোগাসন প্রদর্শন হবে।

শিলচর রাধামাধব রোড নাম কীর্তনে সহস্রাধিক ভক্ত সমাবেশ

শিলচর (অসম) ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : শুধু শিলচর নয় করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি সহ রাজ্যের অন্যান স্থান থেকে আসা ভক্ত সমাগমে রবিবার অষ্টপ্রহরব্যাপী নাম কীর্তন সম্পন্ন হয়। এদিন প্রভুপাদ শ্রীশ্রী রাধারমণ গোস্বামী জিউর দীক্ষা দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন ভক্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা দেন বারইগ্রাম আশ্রমের বৈষ্ণব প্রধান প্রনবানন্দ দাস বাবাজি। ভোর থেকে নামকীর্তন পরিবেশন করেন বৃন্দাবন দাস গোপাল বাবাজী, বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড, মদনমোহন সম্প্রদায়, শ্রীশ্রী রাধারাণী সম্প্রদায়, রাজগোস্বামী সম্প্রদায়, স্বর্ণময়ী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা। সোমবার ভোর ৫ ঘটিকায় সংকীর্তন সহযোগে নগর পরিক্রমা ও সকাল ১০ ঘটিকায় দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও কীর্তন সমাপন এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়।

মঙ্গলবার ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পরিবেশিত হবে ধর্মীয় সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত ও নৃত্য নাটিকা অংশ গ্রহণ করবেন করিমগঞ্জের শিল্পীরা।

নতুন বছরে মুখ্যমন্ত্রীও সিবিআইয়ের চা খাওয়ার নেমন্তন্য পাবেন : দিলীপ ঘোষ

দুর্গাপুর, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : "রাজ্যের মন্ত্রীরা ডাক পেয়েছেন। দুজন জেলও খাটছেন। নতুন বছরে সিবিআইয়ের চা খাওয়ার নেমন্তন্য পাবেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সাতসকালে দুর্গাপুরের গোপালমাঠে চা চক্রে এসে এমনই বিস্ফোরক দাবী করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। কেন্দ্রীয় এজেন্সীকে দলের এজেন্সী হিসাবে ব্যাবহার করছে বিজেপি বলে পাল্টা দাবী করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

প্রসঙ্গত, আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। আর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। রাজ্যে তৃণমূল সরকারের লাগামছাড়া দুর্নীতি, স্বজনপোষনকে হাতিয়ার করে আগামী ২৯ নভেম্বর কলকাতায় প্রতিবাদ সভার ডাক দিয়েছে বিজেপি। ওই সভাকে সামনে রেখে জেলায় জেলায় সভা মিটিং মিছিল করছে বিজেপি। রবিবার সকালে দুর্গাপুরের গোপালমাঠে বিজেপির চা-চক্র ছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। এদিনের বক্তব্যে আগা গোড়া দিলীপ ঘোষের নিশনায় ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন,' মমতা ব্যানার্জী এমনই নেতা পাঠিয়েছেন, বাঙালিদের নাক কান কাটা গেছে। তবে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। রাজ্যে ১০০ দিনের টাকা, আয়লার টাকা, আবাস যোজনার টাকা সব চুরি করেছে। তাই রাজ্যের মন্ত্রীরা সিবিআই ইডির ডাক পেয়েছে। দুজন মন্ত্রী জেলও খাটছে। আর ওই দুই মন্ত্রী বলছে সবই দিদি জানে। আমরা বলছি না। দিদির ভাইয়েরা বলছে। জ্যোতিপ্রিয় বলছে সব দিদি জানে, পার্থবাবুও বলছে সব দিদি জানে। আবার কুণাল ঘোষ বলছে মক্ষিরানী। আমরা সেটা শুনে বলছি। তার ভাইয়েরা জানে দিদি কার কাছে কোথায় কত টাকা ভাগ পান।' তিনি আরও বলেন,' রাজ্যের মন্ত্রীরা ডাক পেয়েছেন। দুজন জেলও খাটছেন। নতুন বছরে সিবিআইয়ের চা খাওয়ার নেমন্তন্য পাবেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা বাংলার মানুষ দাবি করছে।'

এদিন তিনি তৃণমূল সংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' লোকসভার প্রশ্নত্তোর পর্বে সংশ্লিষ্ট অ্যাপে অনলাইনে প্রশ্ন করতে হয়। তার জন্য সব সাংসদদের পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। লোকসভায় প্রশ্ন না করলেও ওই অ্যাপে লিখিত করলে, সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীরা উত্তর দেন। আর মহুয়া মৈত্র ওই পাসওয়ার্ড দুবাইয়ের একটি এজেন্সীকে দিয়েছেন। ওই সংস্থাটি প্রশ্ন করেছেন। তার বিনিময়ে গিফট নিয়েছেন স্নো, লিপস্টিক, পাওডার। মহুয়া মৈত্র যে চশমা ব্যাবহার করছেন সেটা ২ লাখ টাকার, যে ব্যাগ ব্যাবহার করছেন ১ লাখ টাকার, ১ লাখ টাকার ঘড়ি। তার কোয়াটারও কোটি টাকা খরচ করে ডেকোরেশন করেছেন। এত টাকা আসছে কোথা থেকে? সবই গিফট পেয়েছেন। দেশের সুরক্ষাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাই তার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। হয়তো তার সাংসদ পদও খারিজ হবে।'

দিলীপ বাবু আরও বলেন,' নতুন বছরে আরও কিছু নেতা মন্ত্রীকে জেলের ভাত খেতে হবে।'

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের তহবিল বিতরণে কেরালার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন: পিনারাই বিজয়ন

কোঝিকোড়, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রের তহবিল বিতরণে কেরলের জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, বলে রবিবার অভিযোগ করেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

তিনি রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রের দক্ষিণ রাজ্যে প্রয়োজনীয় তহবিল সময়মতো বিতরণের দাবির মাধ্যমে কেরলের জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সীতারামন, একদিন আগে কেরলের বাম সরকারের তহবিল বরাদ্দে অবহেলার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে কোনও বিলম্ব ছাড়াই দক্ষিণ রাজ্যের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তহবিল পাঠায়। তিনি কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে তহবিল প্রকাশ না করার জন্য রাজ্য সরকারকেও দোষারোপ করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে এটি প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণ করতে বাম প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি ও অভিযোগ অস্বীকার করে, বিজয়ন দাবি করেছিলেন যে দক্ষিণ রাজ্যের প্রয়োজনীয়তাগুলি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কে এন বালাগোপালের লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে সীতারামনের নজরে আনা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন যে রাজ্যের আর্থিক সমস্যাগুলি তুলে ধরতে বালাগোপাল ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বিজয়ন বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নজরে রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এসেছি।'তিনি অভিযোগ করেছেন যে 'এই তথ্যগুলি গোপন করে' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দুর্ভাগ্যবশত কেরলের জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

সোমবার হাইলাকান্দি বাহাদুরপুর ও রতনপুর পঞ্চায়েতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

হাইলাকান্দি (অসম) ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে জনসাধারণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন তা তুলে ধরতে রবিবার হাইলাকান্দির শিরিষপুর ও কাঞ্চনপুরে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পাখিছড়া বাগান নাচ করে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী বিভাগের স্টল খোলা হয়। বিভাগ গুলি তাদের উপলব্ধ পরিষেবার প্রদর্শনী তুলে ধরে। এতে যোগ্য হিতাধিকারীদের নাম বিভাগগুলি লিপিবদ্ধ করে। যাতে করে পরবর্তীতে এইসব হিতধিকারীদেরকে প্রকল্পের আওতায় আনা যায়। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার গাড়ির জায়েন্ট স্কিনের মাধ্যমে দেশে বাস্তবায়ন করা কল্যাণ মূলক প্রকল্পগুলির সুফল তুলে ধরা হয়। সভা গুলিতে প্রকল্প লাভ করা উপকৃতরা তাদের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন। এদিকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অঙ্গ হিসাবে আগামীকাল সোমবার বাহাদুরপুর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সকাল সাড়ে নয়টায় এবং রতনপুর বাজারে বেলার দেড়টায় অনুরুপ সভা, বিভাগ গুলির প্রদর্শনী, হিতাদিকারীদের মুখে তাদের সাফল্যের কাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারকারীর মাধ্যমে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। ওই দুই পঞ্চায়েতের জনসাধারণকে ওই দুটি সংকল্প যাত্রায় সামিল হবার আবেদন জানানো হয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে।

নদিয়ায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থ ৪০ : মৃত্যু হল চিকিৎসাধীন এক মহিলার, আটক বিক্রেতা

নদিয়া, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : নদিয়ার নাকাশিপাড়া বেথুয়াডহরি মড়কখোলা ও মাঠপড়া এলাকায় ফুচকা খেয়ে অসুস্থতার ঘটনায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল এক মহিলার। এই ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশু-সহ অন্তত ৪০ জন। ফুচকা বিক্রেতাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ঠিক কী থেকে বিষক্রিয়া এবং মৃত্যু, তা জানতে মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। গোটা ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে নাকাশিপাড়ার মাঠপাড়া ও মরকখোলা এলাকায় ফুচকার ডালা নিয়ে বসেছিলেন এক বিক্রেতা। অনেকেই তাঁর থেকে ফুচকা খান। স্থানীয় সূত্রে খবর, ফুচকা খাওয়ার পরই তাঁরা অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। একে একে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতভর বমি, জ্বর, পেটব্যথার যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তাঁরা। শনিবার সকাল থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে উষা ওঝা নামে মধ্যবয়স্ক এক মহিলা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে স্থানান্তরিত করা কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

ই ঘটনায় অভিযুক্ত ফুচকা বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ। এদিকে, হাসপাতালে অসুস্থদের ভিড় বাড়ছে বলে খবর। কীভাবে ফুচকা থেকে এমন মর্মান্তিক মৃত্যু, তা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। আপাতত ওই ফুচকা বিক্রেতার কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব তাঁরা।

বাস থেকে উদ্ধার ৩৫ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার ৩ মহিলা

বানারহাট, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়িগামী যাত্রীবোঝাই বাস থেকে উদ্ধার হল প্রায় ৩৫ কেজি গাঁজা। পাচারের কাজে জড়িত থাকার দায়ে তিনজন মহিলাকে গ্রেফতার করেছে বানারহাট থানার পুলিশ। রবিবার বিকেলে বানারহাট ব্লকের মরাঘাট চৌপথি এলাকায় রুটিন চেকিং চালায় পুলিশ। সেই সময় শিলিগুড়িগামী একটি বাসে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় গাঁজার প্যাকেট। ধরা পড়ে তিন মহিলা।

জানা গিয়েছে, পুলিশের নজর এড়াতেই কোলে শিশু নিয়ে বিকেলের দিকে বাসে ওঠে ওই মহিলারা। ব্যাগে জামাকাপড়ের ভেতরে গাঁজা লুকিয়ে শিলিগুড়ি নিয়ে যাচ্ছিল তারা। তবে তার আগেই ওই মহিলারা ধরা পড়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলাদের বাড়ি শিলিগুড়িতে। জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে, বীরপাড়ায় এক টোটোচালক তাদের জানায়, গাঁজাভর্তি ব্যাগ শিলিগুড়িতে নামিয়ে দিলেই দুই হাজার টাকা দেওয়া হবে। টাকার লোভেই তারা এই কাজ করেছে বলে জানায়।

ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা জেলায় জাল নোটসহ আটক যুবক

কোডার্মা, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের কোডার্মা জেলায় জাল নোটসহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার মারকাচো থানা এলাকার নওয়াদিহ নম্বর ১ সাপ্তাহিক বাজারে এক সবজি বিক্রেতার কাছে কেনাকাটা করতে গিয়ে ধরা পড়ে এক যুবক। তার কাছ থেকে জাল নোট উদ্ধার হয়েছে।

গ্রামবাসীদের সহায়তায় যুবকের কাছ থেকে ছটি জাল পঞ্চাশ টাকার নোট উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতের নাম, সুরজ কুমার রানা (২১)। এই ঘটনায় মারকাছ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। সুরজ কুমার রানাকে গ্রেফতার করে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

ফের চুরাইবাড়িতে গাঁজা বাজেয়াপ্ত, ধৃত এক

পাথারকান্দি (অসম), ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশের ঘন ঘন তল্লাশি চললে ত্রিপুরা থেকে অসম হয়ে বহিঃরাজ্য গাঁজা পাচার অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার ফের চুরাইবাড়ি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে গাঁজা। পাশাপাশি আটক করা হয়েছে এক পাচারকারীকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, বাজারিছড়া থানাধীন চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্ট পুলিশের রুটিন তল্লাশি চলাকালীন সময়ে অনলাইন সামগ্রী বোজাই একটি কন্টেইনার লরিতে তল্লাশি চালিয়ে লরিতে থাকা বিভিন্ন অনলাইন রিটার্ন সামগ্রীর সাথে থাকা একটি বিশেষ ট্রলি ব্যাগের ভিতর থেকে দশ পেকেট গাঁজা উদ্ধার হয়।

চুরাইবাড়ি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ প্রণব মিলি জানান, রবিবার সকাল নয় ঘটিকার ত্রিপুরা সীমান্ত পেরিয়ে অসম সীমান্তে প্রবেশের মুখে এস ০১ এনসি ৫৭৯৫ নম্বরে একটি কন্টেইনার লরি চুরাইবাড়ি চেক গেইটে পৌছালে যথারীতি গাড়িটিতে তল্লাশি চালায় পুলিশ কর্মীরা।এতে গাড়ির থাকা একটি ব্যাগের ভিতর থেকে ১০ পেকেটে মোট ১০.৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। পাচারের অভিযোগে আটক করা আব্দুল ওয়াহিদ। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি কাছাড় জেলার গুমড়ায় বলে জানান ইনচার্জ। বলেন, ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাইলাকান্দিতে সংবিধানের প্রস্তাবনা দিবস পালন

হাইলাকান্দি (অসম) ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায়ও রবিবার সংবিধান দিবস পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে জেলার সরকারি কার্যালয় গুলিতে সংবিধানের প্রস্তাবনা সমবেতভাবে পাঠ করে সংবিধানের আদর্শ ও মূল্যবোধ গুলি অটুট রাখতে শপথ গ্রহণ করা হয়। জেলাশাসকের কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মচারীরা সমবেতভাবে প্রস্তাবনা পাঠ করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এছাড়া সংবিধানের স্থপতি ডঃ বি আর আম্বেদকর এর প্রতিকৃতিতেও এই উপলক্ষে মাল্যদান করা হয়।

সুকান্ত মজুমদার

● আটের পাতার পর

সাজানোর কাজ শুরু হল।

জেলায় নতুন রেল চলাচল প্রসঙ্গে এদিন সুকান্ত মজুমদার জানান, শিয়ালদা রেল স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ফলে আমাদের নতুন রেল চলাচলের সূচনা করতে অসুবিধা হচ্ছে। গৌড় লিংক চালাতেও সমস্যা হচ্ছে। আমরা রেলমন্ত্রীর কাছে বালুরঘাট- শিয়ালদা সরাসরি ট্রেনের দাবি করেছি। আশা করছি খুব দ্রুত সেই ট্রেন চালু হবে। নতুন ট্রেন চালু হলে গৌড় এক্সপ্রেসের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হবে।

জানিয়ে চিঠি রাজ্যপালের নিকট

● আটের পাতার পর

মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিলে এর সত্যতা প্রকাশে এসেছে।

এই ঘটনায় প্রাক্তন বিধায়ক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বিরুদ্ধে সমন্বয়হীনতার অভিযোগ তুলেছেন। ঘটনার সত্যতা যাচাই করে, সঠিক তথ্য সম্বলিত শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে।

করছে সরকার ঃ প্রতিমা

● প্রথম পাতার পর

দিনব্যাপী মেলার উপভোগ করার আহ্বান জানান। তিনি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে এই বক্সা কুণ্ড মেলা প্রাঙ্গণ ও এলাকার উন্নয়নের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানান। তিনদিনব্যাপী বক্সা কুণ্ড মেলার সফলতা কামনা করে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য ও ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর র'ন ঘোষ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেজামারা বিএসির চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, সমাজসেবী যোগেন্দ্র দেববর্মা ও সমাজসেবী বিনোদ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনুপম চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ বক্সা কুণ্ড মেলা ও প্রদর্শনীর স্টলগুলি পরিদর্শন করেন।

বিক্ষোভ চাকুরী প্রার্থীদের

● প্রথম পাতার পর

করেছেন চাকুরী প্রার্থীরা।

তারা দাবি করেন, ফায়ার এন্ড এমার্জেন্সি বিভাগে শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ না করায় দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তরের শূন্য পদগুলি পূরণ করা হলে একদিকে যেমন দপ্তরের কাজকর্মের সুবিধা হবে অন্যদিকে বেকাররাও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। সার্বিক বিষয়ে বিবেচনা করেই অবিলম্বে তাদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে তারা দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন এদিন।

সংবিধান দিবস

● প্রথম পাতার পর

আর রবিবার স্থাপিত হলো আহমেদকরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। তিনি এজন্য ব্লক প্রশাসন সহ ব্লকের চেয়ারম্যান সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। এদিকে, সংবিধান দিবস উপলক্ষে জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ এবং মহকুমা আইন সেবা কমিটির যৌথ উদ্যোগে ধর্মনগর কোর্ট কমপ্লেক্সে এক আইনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ রবিবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা আইন সেবা কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি অপরাজিতা সিংহ এবং কর্তৃপক্ষের সমস্ত কর্মীরা।

এছাড়াও সংবিধান দিবসে উপলক্ষে দুটি কর্মসূচি এদিন অনুষ্ঠিত হয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলা আইন সভা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে। গোল্ডেনভ্যালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সংবিধান দিবস উপলক্ষে জেলাভিত্তিক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জজ সৌরভ সাহা, ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি রাজশ্রী চক্রবর্তী, গোল্ডেন ভ্যালি বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল মানস দে, জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিন সংবিধান দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। সংবিধান সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করে তোলা এবং তাদের যাতে স্পষ্ট ধারণা জাগ্রত হয় সে ব্যাপারে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে এদিন। মহকুমা আইন সেবা কমিটির উদ্যোগে বাঘন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে সংবিধান দিবস পালন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কমিটির মেম্বার সেক্রেটারি অপরাজিতা সিংহ সংবিধান দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় স্কুল যোগাসনে ভারত সেরা ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। জাতীয় স্কুল যোগাসনে ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান পেতে চলেছে ত্রিপুরা। রবিবারে ত্রিপুরার দখলে আরো দুটো স্বর্ণপদ। রিদমিক ইভেন্টের রেজাল্ট এখনও বাকি ইতোমধ্যে তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক নিয়ে ত্রিপুরার দখলে ৪টি পদক। পদক তালিকায় ত্রিপুরা আপাতত শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয় শীর্ষে তামিলনাড়ু এবং তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। আগরতলায় আয়োজিত ৬৭ তম জাতীয় স্কুল গেমস এর যোগাসন ইভেন্টের মেগা আসর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাঁচ দিন ব্যাপী আয়োজিত এই যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ হবে আগামীকাল। অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকাদের জাতীয় স্কুল পর্যায়ের যোগাসন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ দিনে আজ রবিবার যোগাসনা টিম ইভেন্টে বালক বালিকা উভয় বিভাগে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করে জোড়া স্বর্ণপদক পেয়েছে। বালক বিভাগে ত্রিপুরা ১৭৮ এবং বালিকা বিভাগে ১৭৫.৮৩ পয়েন্ট করেছে। বালক বালিকা উভয়-বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে দ্বিতীয় স্থান এবং জোড়া রৌপ্য পদক। এপর্যন্ত দুটি রৌপ্য পদকের পাশাপাশি একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে মোট তিনটি পদকে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে তৃতীয় শীর্ষে। যোগাসনা টিম ইভেন্টে বালক বিভাগে দিল্লি এবং বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। শনিবার, তৃতীয় দিনে আর্টিস্টিক বালক ও বালিকা বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বালক বিভাগে ত্রিপুরার রত্নদ্বীপ ভট্টাচার্য ৫৫ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়ে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল যথাক্রমে গুজরাটের আকাশ বার্মা ও মহারাষ্ট্রের শ্রীরাম শচীন সুপসান্ধে। বালিকা বিভাগে তামিলনাড়ুর নাভ্যা এস এইচ ৪৭.১৬ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছিল। ত্রিপুরার পারিজাত সাহা ৪৬.৮৩ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে রৌপ্য পদক পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আদ্রিজা বিশ্বাস পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। উল্লেখ্য রিদমিক ইভেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে কে খেলবে তা স্থির হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ২৬ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ৩৪২ জন খেলোয়ার এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। যোগাসনা টিম ইভেন্টে বালক বিভাগে গুজরাট, সিআইএসসি ই ও মহারাষ্ট্র যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান পেয়েছে। একইভাবে বালিকা বিভাগে তামিলনাড়ু, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও কর্ণাটক পেয়েছে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান। পদক তালিকায় চতুর্থ দিনের শেষে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিল্লি। আগামীকাল প্রতিযোগিতা শেষে ওভার অল চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ-এর ট্রফিও প্রদান করা হবে।

জাতীয় স্কুল গেমস ২০২৩-২৪ : যোগাসন : পদক তালিকা

রাজ্য	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
ত্রিপুরা	০৩	০১	০০	৩ ০৪
তামিলনাড়ু	০১	০০	০০	৩ ০১
পশ্চিমবঙ্গ	০০	০২	০১	৩ ০৩
গুজরাট	০০	০১	০০	৩ ০১
মহারাষ্ট্র	০০	০০	০২	৩ ০২
দিল্লি	০০	০০	০১	৩ ০১

বিজয় হাজারে : টানা জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ সৌরাষ্ট্রের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।।সিকিম জয়ের পর সোমবার শক্তিশালী সৌরাষ্ট্রের মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা। ব্যাঙ্গালুরু'র আলোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। দুলই আসরে দুটি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে।

এবং জয় পেয়েছে ১ টি করে ম্যাচে। ফলে শক্তির বিচারে দুদলই একই জায়গায় থাকলেও অভিজ্ঞতায় ত্রিপুরা থেকে এগিয়ে থাকবেন উনাদকর-রা। বৃষ্টিতে আউট ফিল্ড ভিজে থাকার জন্য দুদলই এদিন অনুশীলন করতে পারেনি। শেষ ম্যাচে সিকিমের বিরুদ্ধে ৩ ব্যাটসম্যান বিক্রম কুমার দাস, রজত দে এবং বিক্রম দেবনাথ অর্ধশতরান করায় ত্রিপুরা ৩০০ রানে পা রেখেছিলো। ওই ম্যাচে ব্যাটসম্যান-রা ফর্মে ফেরার আভাষ দিয়েচিলেন। কিন্তু ওপেনার পল্লব দাস পর পর দুই ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ায় চাপ বেড়ে গেছে। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পল্লবকে হয়তোবা প্রথম একাদশের বাইরে রাখা হবে। তবে পল্লবের পরিবর্তে কাকে প্রথম একাদশে নেওয়া হবে তা চূড়ান্ত হয়নি। ওই একটি পরিবর্তন ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে।

আজও টসে জয়লাভ করলে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাট নেবে এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে সকালে উইকেট দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বেল টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত; ওড়িশার বিরুদ্ধে আসরের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পর শনিবার সিকিমের বিরুদ্ধে ভি জে ডি ম্যাথডে ৬৮ রানে জয় পেয়েছিলো ত্রিপুরা।

বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেট : এ-গ্রুপ

দল	ম্যা:	জ:	প:	নো:	গড়	প:
মুম্বাই	২	২	০	০	৩.৭৯৩	৮
ত্রিপুরা	২	১	১	০	০.৮০৯	৪
সৌরাষ্ট্র	২	১	১	০	০.৬৯১	৪
রেলওয়েজ	২	১	১	০	০.০২৮	৪
ওড়িশা	২	১	১	০	-০.০০৬	৪
কেরালা	২	১	১	০	-০.১৮৬	৪
পন্ডিচেরি	২	১	১	০	-০.৫৮০	৪
সিকিম	২	০	২	০	-৪.৩৩০	০

কোচবিহার ট্রফি : হারের ট্র্যাডিশন বজায় রেখে ত্রিপুরা এখন গোয়ার অভিমুখে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। কোচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরার পরবর্তী ম্যাচ গোয়ার বিরুদ্ধে। খেলা নর্থ গোয়ায় পানজিম জিমখানা গ্রাউন্ডে। খেলা হবে ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর। গ্রুপ লীগে তৃতীয় ম্যাচ। পরপর দুই ম্যাচে ইনিংসে হেরে গ্রুপ লিগে একেবারে সর্বশেষ স্থানে ত্রিপুরা রয়েছে। অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফিতে চার দিনের ম্যাচে এ ধরনের পরাজয় ত্রিপুরার পক্ষে এক প্রকার ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে বিদর্ভের বিরুদ্ধে দু''দিনেই ইনিংস সহ একপ্রকার গো-হারা হেরে এখন ত্রিপুরা দল গোয়ার অভিমুখে। এদিকে, গ্রুপ লীগের অপর দুটি ম্যাচ যথারীতি তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছে। মুম্বাইয়ের সচিন তেন্ডুলকর জিমখানা গ্রাউন্ডে পাঞ্জাব প্রথম ইনিংসে ৩৪৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মুম্বাই ২৫৭ রানে ইনিংস শেষ করে। পাঞ্জাব ৮৭ রানে লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ৭৫ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২১১ রান সংগ্রহ করে। বৃষ্টিতে তৃতীয় দিনের খেলা কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে। চন্ডিগড়ের সেঙ্গুইন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে গোয়ার প্রথম ইনিংসের ২৯৮ রানের জবাবে চন্ডিগড় ২৭৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ২৪ রানে লিড নিয়ে গোয়া দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ৫৭ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করেছে।

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভা আজ, রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক শেষে আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সুবল কুমার দে। সহ-সভাপতি অর্ধেন্দু বণিক ও ডা: উৎপল চন্দ নির্বাচিত হয়েছেন। জেনারেল সেক্রেটারি পদে নির্বাচিত হয়েছেন মানিক দেব। জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে দুজন, ডা: রণবীর রায় ও প্রসেনজিৎ পোদ্দার এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শ্যামল দে। এছাড়া, এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার হিসেবে চন্দন সেন, তিমির চন্দ, ডা: দীপ দত্ত ও লাল বাবু সিং নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO, EE-IED/AGT/63/2023-24 dated 23/11/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' item rate tender from the appropriate registered owner of the commercial vehicle Maruti Van/ EECO of model not older than 2018, up to 3.00 P.M. on 08/12/2023.

Sl No	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No: EE-IED/AGT/92/2023-24	₹ 380,840.00	₹ 7,617.00	276 (two seven six)working days	Up to 16.00 Hrs on 07/12/2023	At 15.30 Hrs on 08/12/2023	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala: West Tripura	Appropriate Class
2	DNIT No: EE-IED/AGT/93/2023-24	₹ 380,840.00	₹ 7,617.00	276 (two seven six)working days				
3	DNIT No: EE-IED/AGT/94/2023-24	₹ 380,840.00	₹ 7,617.00	276 (two seven six)working days				

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA/C-3295/23

(Debashis Paul)
Executive Engineer
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

PNIT NO: e-PT- XXXV/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-10/11/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 30/11/2023 for 06(Six) nos.Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit websitehttps:/Aripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3301/23

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO : e-PT-34/EE/RD/KGT/DIV/2023-24 Dt. 24/11/2023

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 2.00 P.M. of 08/12/2023 for 16 nos. work. For details visit website https://tripuratenders. gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail-eenikgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA/C-3306/23

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার ১০৭ তম মন কি বাত অনুষ্ঠান শুরু আগে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি- নিজস্ব

বাংলাদেশে ভোট ঃ সীমান্তে কড়া সর্তকতা

মনির হোসেন

ঢাকা,নভেম্বর ২৬।। বাংলাদেশে আগামী জাতীয় নির্বাচনের সময় বা তার আগে নাশকতার ঝুঁকি এড়াতে অভিন্ন সীমান্তে সতর্কতা জোরদার করতে একমত হয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত।

রবিবার (২৬ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, দুই দেশের সীমান্ত বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) কঠোর নজরদারি করতে সম্মত হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব সম্প্রতি সীমান্ত থেকে বোমা তৈরির উপকরণের কয়েকটি চালান জব্দের কথা উল্লেখ করেন।

শুক্রবার নয়াদিল্লির ঐতিহাসিক হায়দ্রাবাদ হাউসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রার সঙ্গে তার বৈঠকে দুই দেশ সীমান্ত ও নিরাপত্তা, ব্যবসা, বাণিজ্য ও সংযোগ, পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা, দুই দেশের জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং উন্নয়ন সহযোগিতাসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে 'বিস্তারিত আলোচনা' করেছে।

উভয় পক্ষ ফরেন অফিস কনসালটেশনে (এফওসি) উপআঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় বিষয়ে মতবিনিময় করেছে।

শহরে পুলিশি অভিযানে আটক এক চোর, উদ্ধার স্বর্ণলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় চোরের দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেও মানুষের জীবন সম্পত্তি যেন অনিশ্চিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বাড়িঘরে লোকজন না থাকলেই চোরেরা সুযোগ বুঝে হানা দিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। তাতে পুলিশ রীতিমতো কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবেলায় পুলিশও বসে নেই। চোর ছিনতাইকারী ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

ফের চুরির ঘটনায় জড়িত আরো একজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা গেছে, নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ ধলেশ্বর এলাকার বিপ্লব ভৌমিকের বাড়িতে এক চুরিকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। সেই ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছিল পূর্ব আগরতলা থানায়। এই মামলার তদন্তক্রমে পুলিশ দু'জনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল।

পরবর্তীতে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে আরও তিন জনের নাম উঠে আসে।তাদের মধ্যে থেকে ১ জনকে শনিবার রাতে আড়ালিয়া এলাকা থেকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

তার কাছ থেকে ১টি বালা ও কানের দোল উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন।

রানা চ্যাটার্জি।

তিনি আরও জানান,এই চুরির ঘটনায় একটি গ্যাং জড়িত রয়েছে। এবং অতি শীঘ্রই পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে তাদেরকেও জালে তোলা হবে। ইতিপূর্বেও ১২ জনের একটি চোরের গ্যাংকে আটক করতে সক্ষম হয়েছিল আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশে সরকারি আধিকারিককে ট্রাক্টরের চাকায় পিষে মারল বালি মাফিয়া, গ্রেফতার অভিযুক্ত

ভোপাল, ২৬ নভেম্বর (হি. স.) মধ্যপ্রদেশে রাজস্ব দফতরের আধিকারিককে ট্রাক্টরের চাকায় পিষে মারল বালি মাফিয়া। শনিবার গভীর রাতে সোন নদীতে অবৈধ বালি চুরি চলছিল। খবর পেয়ে তা রুখতে গিয়েই প্রাণ গেল তরুণ সরকারি আধিকারিকের। তদন্তে নেমে রবিবার সকালে অভিযুক্ত শুভম বিশ্বকর্মাকে (২৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ঘাতক ট্রাক্টরটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।রবিবার এই বিষয়ে পুলিশের জানিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে খুন হয়েছেন রাজস্ব দফতরের আধিকারিক প্রসন্ন সিং। ঘটনাটি শাহদোল জেলার। সোন নদীতে গোপালপুরে চলছিল অবৈধ বালি তোলার কাজ। খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন চার সদস্যের সরকারি আধিকারিকদের দল। দেওলন্দের পুলিশ আধিকারিক রাজকুমার মিশ্রা বলেন, "বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টরকে থামতে বলেছিলেন প্রসন্ন। চালক না থেমে আধিকারিকের উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। চাকায় পিষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাটোয়ারি পদের আধিকারিকের।"ঘটনার পরে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত ট্রাক্টর চালক। তদন্তে নেমে রবিবার সকালে অভিযুক্ত শুভম বিশ্বকর্মাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করেছে পুলিশ। ঘাতক ট্রাক্টরটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার সময় মৃত প্রসন্নের সঙ্গে থাকা এক রাজস্ব আধিকারিকের বক্তব্য, গত বৃহস্পতিবারও এলাকায় বালি বোঝাই ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করেছিলাম। এর পরেই এদিনের ঘটনা। সব মিলিয়ে রাজ্যের বালিয়া মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন। যদিও স্থানীয়দের দাবি, রাজনৈতিক নেতাদের মদতেই বালি মাফিয়াদের দাপট বাড়ছে। মাঝখান থেকে বেঘোরে প্রাণ যাচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে বিজেপির পক্ষে শক্তিশালী পরিবেশ রয়েছে : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে বিজেপির পক্ষে শক্তিশালী পরিবেশ রয়েছে, বলে মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। রবিবার তিনি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থান রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরে একথা বলেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর রবিবার বলেন, এই তিনটি রাজ্যে বিজেপির পক্ষে একটি শক্তিশালী পরিবেশ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মানুষ দুর্নীতিতে জড়িত কংগ্রেস থেকে মুক্তি চায়। অনুরাগ ঠাকুর নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, তিনি মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের মানুষদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনটি রাজ্যেই বিজেপির পক্ষে দুর্দান্ত পরিবেশ রয়েছে বলেও তিনি জানান। তেলেঙ্গানার মানুষও বিকল্প চায় বলে দাবি করেন অনুরাগ সিং। তিনি এও বলেন যে তেলেঙ্গানায় একদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস রয়েছে যারা দেশকে লুট করেছে, অন্যদিকে রয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত বিআরএস যারা রাজ্যকে লুট করেছে। তেলেঙ্গানার জনগণ উভয় দুর্নীতিবাজ দলের হাত থেকে মুক্তি চায়। তেলেঙ্গানার মানুষ এই পরিবারভিত্তিক দলগুলোর থেকে মুক্তি চায়। একটা সময় ছিল যখন ভারত বিশ্বের কাছে হাত বাড়িয়েছিল। আজ ভারত সাহায্যপ্রার্থী নয় সাহায্যকারী হয়ে উঠেছে। দেশ আজ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে পরিণত হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হোক বা আন্তর্জাতিক ফোরামে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হোক,আজ ভারত একটি শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বলেও রবিবার দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

গঙ্গারামপুর-বুনিয়াদপুর রেলস্টেশনের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করলেন সুকান্ত মজুমদার

গঙ্গারামপুর, ২৬ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুর রেল স্টেশনের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা। রবিবার এই কাজের শিলান্যাস করলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআরএম কাটিহার সুরেন্দ্র কুমার, গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়, তপন বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক বুদরাই টুডু সহ একগুচ্ছ বিজেপি নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনকে। এর মধ্যে রয়েছে, স্টেশনের সৌন্দর্যায়ন, প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ, লুপ লাইন, ফুট ওভারব্রিজ এবং পুনর্ভবা নদীর ওপর ফুট ব্রিজের। গঙ্গারামপুর ছাড়াও বুনিয়ানপুর রেল স্টেশনকে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল। এখানেও কয়েক কোটি টাকা ব্যায়ে হবে প্ল্যাটফর্ম, ফুট ওভারব্রিজ, স্টেশনের সৌন্দর্যায়ণ সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ। আগামী চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে। এদিন এই সমস্ত কাজের শিলান্যাস করেন সুকান্ত মজুমদার।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বিগত পাঁচ বছরে রেলের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। এদিন তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে বালুরঘাট নবদ্বীপ ট্রেন চলাচল, ট্রেনের অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিকরণ, সিক লাইন, পিট লাইনের কাজ, বালুঘাট-হিলি রেল প্রকল্পের একাধিক কাজ হয়েছে। পাশাপাশি আগামী দিনে জেলার রেল পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা হবে বলে জানান সাংসদ। বাড়ানো হবে ট্রেনের সংখ্যাও। জেলাবাসীর দাবি মেনে প্রতিটি কাজের জন্য রেলমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছিলেন। সেই আবেদনে রেলমন্ত্রী সারা দিয়েছেন বলেই গঙ্গারামপুর ও বুনিয়াদপুর স্টেশন☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি পুরস্কারে ভূষিত এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। চলতি বছরে দুটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে ভারতের নেতৃস্থানীয় বেসরকারি খাতের এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। প্রফেশনাল ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট বা পিডব্লিউএম আয়োজিত গ্লোবাল প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৩ সালে যে দুটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে তা হল - বেসরকারী ব্যাংকারদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সেরা বেসরকারী ব্যাংক (এশিয়া) এবং প্রাইভেট ব্যাংক ফর গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি (এশিয়া)। গ্লোবাল প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ার্ডগুলি দৃঢ়ভাবে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ার্ড হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং" র গ্রুপ হেড, মিঃ রাকেশ কে সিং বলেন, প্রফেশনাল ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট থেকে স্বীকৃতি পেয়ে আমরা গর্বিত। এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক তার ক্লায়েন্টদের কাছ বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে এই পুরুস্কার তার প্রমাণ।

বিলোনীয়ায় হেপাটাইটিজের নতুন কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ নভেম্বর।। আজ বেলা বারটায় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ওফ ত্রিপুরা বিলোনিয়া শাখার বার্ষিক সম্মেলন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সম্মেলনে আগরতলা থেকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী অশোক কুমার চক্রবর্তী ও কাজল বণিক, সম্মেলনে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, সাউথ জোনাল কমিটির ভাইস চেয়ারমেন অনুপম চক্রবর্তী এবং মহ কুমা হাসপাতালের স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিকাশ মজুমদার, যিনি সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিদের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়, এরপর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের শুভরাম্ভ হয়, উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন শিল্পী পারমিতা সাহা ও পিনাকী নাগ, শুরুতে শাখা সম্পাদক স্নেহাশীষ চক্রবর্তীর স্বাগত বক্তব্যর মধ্যে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়, সম্পাদক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী গত দুবছরে সংগঠন কি কি কাজ করেছে এবং আগামীতে কি করতে চায় তার ওপর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন, তার বক্তব্য শেষে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের কাজকর্ম নিয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন, আজকের শাখা সম্মেলনে পুরানোদের পাশাপাশি নতুনদের উপস্থিথি ছিলো চোখে পড়ার মত ,বক্তব্য শেষে আগামী দু বছরের জন্য নতুন কমিটি ঘোষিত হয়েছে, সভাপতি হিসেবে রয়েছেন ডাক্তার বিকাশ মজুমদার, সহ সভাপতি সুশঙ্কর ভৌমিক ও সনৎ দত্ত, সম্পাদক স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক উত্তম বিশ্বাস, কেশিয়ার শিব শঙ্কর পাল ভৌমিক,সব মিলিয়ে ১১ জনের এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে, সম্মেলন শেষে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে নতুন কমিটির কাগজ পত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

"শ্বেতপত্র" প্রকাশের দাবি জানিয়ে চিঠি রাজ্যপালের নিকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা সামনে আসতেই তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যজুড়ে। এবারে রাজ্যপালের কাছে "শ্বেতপত্র" প্রকাশের দাবি জানিয়ে চিঠি দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে। রাজ্যপালকে দেওয়া চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, ইতিমধ্যেই অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির খবর রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তেই তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর আসল সত্যতা নিয়েও দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মতভেদ। তিনি অভিযোগ করছেন এই ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় মহকুমা জুড়ে

চুরি, অসামাজিক কাজ কর্ম বাড়ছে ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৬ নভেম্বর।। নেশার সাগরে ভাসছে যুবসমাজ। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের একাংশ যুবরা নেশার কবলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই নেশার টাকার জোগাড় করতে না পেরে চুরি ছিনতাই সহ নানা অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে নেশাখোররা।

এমনই এক ঘটনা ঘটল বিশালগড়ে। শনিবার রাতে বিশালগড়ে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাত সাফ করেছে চোরেরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। চুরি-ছিনতাই,নেশা কারবারের মতো বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু এখন যেন বিশালগড় মহকুমা। প্রায় প্রতিদিনই অপরাধমূলক কাজের জন্য সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে বিশালগড়। তবে পুলিশ নির্বিকার। এমনই অভিযোগ তুলছেন থানার পুলিশ বাবুরা। এধরনের সমস্যার নিরসনে বিশালগড় থানার পুলিশের কোনো সদর্থক ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না বলেই সাধারণ মানুষের অভিযোগ। শনিবার মধ্যরাতে ফের একবার দু:সাহসিক চুরিকান্ড সংঘটিত হয়েছে বিশালগড় থানার ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার রাউৎখলা এলাকার মুদি ব্যবসায়ী স্বপন সাহার বাড়িতে চুরি সংঘটিত হয়েছে। মোবাইল ফোন সহ সমস্ত টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে গেছে নিশিকুটুম্বের দল। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে স্বপন সাহা অভিযোগ করেন, এই এলাকায় বর্তমানে নেশার আস্ফালন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নেশার জন্যই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজও সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নেশার কারবার চলে এলাকায়। কিন্তু নেই পুলিশি টহল। এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পুলিশকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

বহিরাজ্যে পাচারের পথে আটক লক্ষাধিক টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৬ নভেম্বর।। কালক্রমে অবৈধ গাঁজা চাষের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ত্রিপুরা রাজ্য। ফলে প্রশাসনিক রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাজ্য থেকে নিষিদ্ধ গাঁজা পাচার যেন কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। এনিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল।

এরই মধ্যে আজ রবিবার সকালে ত্রিপুরা থেকে অসমে পাচারের পথে একটি কন্টেনার গাড়ি থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার শুকনো গাঁজা জব্দ করেছে আসাম চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ।

এতে আটক করা হয় হয়েছে লরি চালককেও। তার নাম আব্দুল ওয়াহিদ। তার বাড়ি কাছাড়ের গুমড়ায়।

জানা গেছে এদিন সকালে এএস-০১-এনসি-৫৭৯৫ নম্বরের একটি অনলাইন সামগ্রী বহনকারি খালি কন্টেনার লরি ত্রিপুরা থেকে আসামের চুরাইবাড়িতে পৌঁছালে গাড়িটিতে যথারীতি তল্লাশি করে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার প্রনব মিলি। এতে লরির ভিতরে থাকা সামান্য খুচরো সামগ্রীর আড়াল থেকে একটি লাল রংয়ের ল্যাগেজ ব্যাগ থেকে বিভিন্ন প্যাকেটে দশ কেজি ছয়ক্রশ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে।

যার কালোবাজারী মুল্য প্রায় এক লক্ষ টাকার মত হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। এ কান্ডে ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে রাজধানী সংলগ্ন সানমুড়া এলাকায় এক ব্যক্তির খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার কাকভোরে উক্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ নভেম্বর।। আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতির সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন রবিবার বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ারস্থিত অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়,মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিদের বরণ করার পর মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিথিগন ,রাজ্য বহি রাজ্য ও বাংলাদেশ থেকে আগত সাহিত্যিকদের এক মিলন ক্ষেত্র তৈরি হয় অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে, সানীয় শিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোদনী সঙ্গীত, উদ্বোদনী সংগীতের পর শুরু হয় বাংলা সাহিত্যিকদের আলোচনা, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সাহিত্যিকদের লেখা অভ্যুদয় সহ আরো অন্যান্য বই এর মলাট উন্মোচন করা হয়।

এরপর আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা একটি কথার মধ্যে হাজার কথা অন্তর্নিহিত আছে,আমরা যে বাঙ্গালী সত্যি আমরা গর্বিত।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় দুটি রাষ্ট্রের বাংলা দেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত একজন বাঙালি রচনা করেছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেই বাংলা ভাষাকে নিয়ে গর্ভ করবো না কেন, এছাড়া বাংলা ভাষা কে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন অতিথিগন , আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি বিলোনীয়া শাখার আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, কেন্দ্রীয় সহ সচিব সজল গুহ, কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ডঃকোয়েলা গাঙ্গুলি,দীলিপ বনিক, দিল্লি শাখার উপদেষ্টা ডঃ শ্রীমতী চক্রবর্তী, বাংলা দেশ থেকে আগত সেখানকার দায়িত্ব প্রাপ্ত নিগার সুলতানা, সহ অন্যান্য অতিথিগন ,পাশাপাশি এই দিন সানাই বিয়ে বাড়ীতে আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সমিতি বিলোনিয়া শাখার পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকদের হাতে মমেন্টু তুলে দিয়ে সম্মাননা প্রদান করেন অতিথিগন।

রাজ্যপালকে হায়দ্রাবাদের কেশব মেমোরিয়াল এডুকেশন সোসাইটির সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ নভেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে গতকাল হায়দ্রাবাদে এক অনুষ্ঠানে কেশব মেমোরিয়াল এডুকেশন সোসাইটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। হায়দ্রাবাদের নারয়াংগুডায় অবস্থিত এই কেশব মেমোরিয়াল হাইস্কুলে রাজ্যপাল শিক্ষালাভ করেছেন। কেশব মেমোরিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে প্রাথমিকস্তর থেকে স্নাতকস্তর পর্যন্ত পড়াশুনার সুযোগ রয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল তাঁর ছাত্র জীবনের ম'তিচারণ করে বলেন, কেশব মেমোরিয়াল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে প্রবেশ করে মনে হয়েছে তিনি সরস্বতীর বাগানে প্রবেশ করেছেন। এখানে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করা যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি মূল্যবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে আসছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কমিটির সদস্যদের তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তারা ছাত্রছাত্রীদের আত্মনির্ভর এবং দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সোসাইটির সভাপতি এবং হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির আচার্য জাস্টিস এল নরসিমহা রেড্ডি, সোসাইটির সচিব ড. এ ভি সুবহ্মণিয়াম, এলামনির সেক্রেটারি এন বিজয় কুমার, সোসাইটির সহসভাপতি এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট জে নরসিমহা রাও প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজভবনে থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।